CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-142 ■ 21 February, 2026 ■ আগরতলা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় রাজভাষা সম্মেলনে

ভাষার সংরক্ষণে দেবনাগরী লিপির প্রয়োজনীয়তা বুঝালেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ভাষা কোনো বিবাদের বিষয় নয়, বরং বিকাশের মাধ্যমএই বার্তা দিয়েই ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাকে দেবনাগরী লিপিতে সংরক্ষণের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে।

এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিকগণ, পিএসইউ, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা সহ ৩ হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রাজভাষা সম্মেলনে দেশের পূর্ব অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৮টি রাজ্য এবং উত্তর অঞ্চলের উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ থেকে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে গৃহমন্ত্রী বলেন, বিদেশি লিপির মাধ্যমে দেশীয় ভাষার কোনোভাবেই সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় যারা বিদেশি লিপিতে নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ করতে চাইছেন, তাঁদের দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য এই বিষয়টি স্বীকার করে এগিয়ে গেছে, তাই এ রাজ্যেও এ নিয়ে বিভ্রান্তি না বাড়িয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনাদর্শের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বরাজ মানে নিজের শাসন নয়, স্বরাজ হল স্ব-ভাষা, স্ব-রাজ এবং স্ব-ধর্ম। আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ শিবাজী মহারাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। এই ভাষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হিন্দি ভাষার সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কোন লড়াই নেই। লিপি এবং ভাষা এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম। সব ভাষা মিলিয়েই আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সব ভাষার বিকাশে কাজ করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি তাদের নিজস্ব ভাষাতেই জ্ঞান অর্জন করেছে এবং নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যেকোন বিষয় মাতৃ ভাষাতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ের চামুবস্তিতে শূন্যে গুলি, আহত দুই

বিএসএফের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই জেলার আশারামবাড়ি এলাকার চামু বস্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিএসএফ-এর একদল জওয়ান শূন্যে গুলি চালিয়ে একটি বাড়িতে প্রবেশ করে পরিবারের সদস্যদের উপর নির্যাতন চালায়। ঘটনায় আহত দু'জনকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এদিন দুপুরে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডেন্ট অনিল কুমার (পদবী অনুযায়ী পরিচিত) একটি অভিযোগের সূত্র ধরে চামুবস্তি এলাকার বাসিন্দা সুযংকর দেবকে মারধর করেন। পরে তিনি চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে যান। সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে শূন্যে গুলি চালানোর খবর পেয়ে তিনি জানতে পারেন, ১০ থেকে ১৫ জন বিএসএফ জওয়ান তার বাড়িতে প্রবেশ করেছেন।

পরিবারের দাবি, গুলির শব্দে সুযংকর দেবের মা নমিতা দেব(৬০) ঘর থেকে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলে তার হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এছাড়াও, বাড়িতে কোনও মহিলা জওয়ান ছাড়াই দরজায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে দুটি দরজা ভেঙে ফেলা হয় এবং ঘরের ভেতরে থাকা এক ভাতিজিকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে আনা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের আরও দাবি, সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, যার ফলে তিনিও আহত হন।

সুযংকর দেবের বক্তব্য, তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাইলেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা কিছু জানাতে রাজি হননি।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামবাসীদের একাংশের প্রশ্ন, সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বাহিনী অবৈধ কার্যকলাপ রোধে পদক্ষেপ নিতেই পারে, তবে অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে পুরো পরিবারের উপর এভাবে আক্রমণ কেন? অন্তঃসত্ত্বা মহিলাসহ পরিবারের সদস্যদের আহত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবে এ বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইন্দো-বাংলা বাস পরিষেবা পুনরায় চালু হচ্ছে ২৪শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সত্যিই বদলেছে বাংলাদেশ। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পড়শী দেশে এখন বিএনপি-র নেতৃত্বে স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতেই আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা মৈত্রী বাস পরিষেবা পুনরায় শুরু হচ্ছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ফের আগরতলা থেকে বাসে চড়ে কলকাতা যেতে পারবেন রাজ্যবাসী। গণঅভ্যুত্থানের পর অস্থির পরিস্থিতির কারণে ওই পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সাথে বরাবরই আত্মিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ত্রিপুরা সহ ভারতের। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী পদে পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তৃত্বে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে উষ্ণতা বেড়েছিল। ক্রমাগত ভারত বিরোধী অবস্থানে বাংলাদেশের সাথে তিক্ততা বেড়েই চলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই দুই দেশের মধ্যে পরিষেবার আদান-প্রদানেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অস্থির পরিস্থিতির কারণে আগরতলা থেকে মৈত্রী বাস পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল।

এখন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সুবাদে ভারতের সাথেও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের (টিআরটিসি) ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন বাদে আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা মৈত্রী বাস পরিষেবা পুণরায় শুরু হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আজ পরীক্ষামূলক অভিযান হয়েছে। পরিষেবা শুরু করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাতে নিশ্চিত, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে পুণরায় আগরতলা থেকে ওই বাস পরিষেবা শুরু হবে।

তিনি জানান, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং রবিবার আগরতলা থেকে মৈত্রী বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে যাবে। তেমনি, সোম, বুধ এবং শনিবার কলকাতা থেকে ওই বাস আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন বাদে পুণরায় ওই বাস পরিষেবা শুরু হওয়ায় দুই দেশের যাত্রীদের যাতায়াতে ভীষণ সুবিধা হবে।

অমিত শাহকে 'ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী' আখ্যা দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজভাষা সম্মেলনে যোগ দিতে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর আগমনের আগে কালো পতাকা উত্তোলন করে বিক্ষোভ দেখালেন প্রদেশ কংগ্রেস দল। আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে কালো পতাকা উত্তোলন করে বিক্ষোভ দেখান দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। মন্ত্রীর আগমনের প্রাক্কালে সকালেই ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে "ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী" আখ্যা দিয়ে ধিক্কার জানান। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অভিযোগও তোলা হয়। প্রসঙ্গত, যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলন উপলক্ষে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিন্দি আধুনিক ভারতের মূলশক্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আঞ্চলিক ভাষাই আমাদের আত্মপরিচয় ও অন্তরাত্মা। আর সেই পরিচয়ের সাথে হিন্দির মেলবন্ধনই হলো বর্তমান উত্তর পূর্বাঞ্চলের মূল চেতনা এবং আধুনিক ভারতের মূল শক্তি। আঞ্চলিক ভাষাই আমাদের আত্মপরিচয় ও অন্তরাত্মা। আর সেই পরিচয়ের সাথে হিন্দির মেলবন্ধনই হলো বর্তমান উত্তর পূর্বাঞ্চলের মূল চেতনা এবং আধুনিক ভারতের মূল শক্তি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর হলে আয়োজিত পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর এই সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য - সরকারি ভাষা নীতির বাস্তবায়নকে আরও জোরদার করা এবং সরকারি কাজে হিন্দি ভাষা ব্যবহারে প্রেরণা ও উৎসাহিত করা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কারণে আজ আগরতলায় রাজভাষা সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এই কার্যক্রমে উপস্থিত সমস্ত অতিথি ও প্রতিনিধিদের মা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূণ্যভূমিতে হার্দিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল, আমি দিল্লি থেকে ত্রিপুরায় ফিরেছি এবং আসার সময় বিমান একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ প্রায় সকলে এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসছিলেন। আর শহরের সমস্ত হোটেল রুম সম্মেলনের জন্য বুক করা ছিল। এত বড় সম্মেলন যে এখানে হচ্ছে সেটা আমি ভাল অনুভব করেছি। এজন্য আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য সত্যিই খুশি। এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য প্রশাসনের আধিকারিকগণ নিরলস কাজ করেছেন। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও ব্যাংকগুলিতে হিন্দি ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটা মঞ্চ হিসেবে এই রাজভাষা সম্মেলনের অসাধারণ মাহাত্ম্য রয়েছে। আজ এই কার্যক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক ভাষাই আমাদের আত্মপরিচয় ও অন্তরাত্মা। আর সেই পরিচয়ের সাথে হিন্দির মেলবন্ধনই হলো বর্তমান উত্তর পূর্বাঞ্চলের মূল চেতনা এবং আধুনিক ভারতের মূল শক্তি। হিন্দি বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক কথিত ভাষা। এই ভাষা সরকার ও জনগণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে আগুনে পুড়ল ঘর, প্রাণে বাঁচলেন জুমিয়া দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আচমকাই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কাঞ্চনপুর মহকুমার জমারাইপাড়ায়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘটে যাওয়া এই অগ্নিকাণ্ডে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান গৃহকর্তা কল্পজয় রিয়াং ও তাঁর স্ত্রী। তবে আগুনের লেলিহান শিখায় মুহূর্তের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁদের বসতঘর ও সর্বস্ব।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে হঠাৎ ঘরের ভেতর ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে ঘুম ভাঙে কল্পজয় রিয়াংয়ের। চোখ খুলতেই তিনি দেখতে পান ঘরের একাংশে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনি দ্রুত স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলেন এবং কোনোরকমে প্রাণ বাঁচাতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে পড়নের পোশাক ছাড়া ঘরের কোনও জিনিসপত্রই আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডে ঘরে মজুত থাকা ধান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়া সন্দেহ

যুবকের চুল কেটে মুখে কালী মাখিয়ে অপমান ও মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। পরকীয়া সন্দেহকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে অপমান ও মারধরের অভিযোগ উঠল এক স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহারানী এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, জয়দ্বীপ রায় নামে এক ব্যক্তি, যিনি পেশায় ই - রিক্সাচালক, মহারানীপুর এলাকার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল। শুক্রবার ওই বিষয়টি মহিলার স্বামীর কানে পৌঁছালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, এদিন মহিলার স্বামী অভিযুক্ত জয়দ্বীপ রায়কে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপর ক্ষোভের বশে তাকে আটক করে মাথার অর্ধেক চুল কেটে দেওয়া হয় এবং মুখে কালো কালি মাখিয়ে মারধর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ অমর একুশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ "মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬" উপলক্ষে সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হবে।

পরবর্তীতে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দূতালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে।

মানহানির মামলায় সুলতানপুর আদালতে হাজির রাহুল, শুনানি ৯ মার্চ

সুলতানপুর (উত্তরপ্রদেশ), ২০ ফেব্রুয়ারি।। মানহানির মামলায় উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের এমপি/এমএলএ আদালতে হাজিরা দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে তাঁর কথিত মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় শুক্রবার আদালতে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। পুরো প্রক্রিয়া প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৯ মার্চ। রাহুলের আইনজীবী জানান, আদালতের নির্দেশ মেনে তিনি সময়মতো উপস্থিত হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। এর আগে আদালত তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরার জন্য শেষ সুযোগ দিয়েছিল।

আদালতে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা 'রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত' দায়ের করা হয়েছে। তিনি লখনউ বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে সুলতানপুরে পৌঁছন এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে ফিরে যান।

আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ডগ স্কোয়াড দিয়ে তল্লাশি চালানো হয় পুরো এলাকা জুড়ে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) এবং চারজন সার্কেল অফিসার (সিও)-সহ বড় পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই এবং রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি নিয়মিত আইনি প্রক্রিয়ার অংশ এবং বিচারব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা রয়েছে।

এর আগে লখনউ বিমানবন্দরে কংগ্রেস কর্মীরা রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে মোহনলালগঞ্জ ও রায়বরেলি হয়ে তাঁর কনভয় কড়া নিরাপত্তায় সুলতানপুরে পৌঁছয়। ২০১৮ সালে কর্ণাটকে এক জনসভায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। নিহতের নাম আকাশ মজুমদার (২৯)। তার বাড়ি গান্ধীগ্রাম এলাকায় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে আগরতলার নেহেরু পার্ক সংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় আকাশ মজুমদারকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, শরীরের বিভিন্ন স্থানে তার গুরুতর আঘাত লেগেছিল এবং অবস্থাও ছিল আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুক্রবার সকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় শোকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল রাবার বাগান, অসহায় প্রতিবন্ধী পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জের ননজলা এলাকায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য মূক ও বধির। কথা বলতে পারেন না, কানে শুনতেও পান নাএই চরম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তাঁরা। তার ওপর সম্প্রতি তাদের রাবার বাগানে নাশকতার আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে, যা পরিবারটিকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

পরিবারটির কর্তা ৯০ বছর বয়স্ক আব্দুল আহেদ। প্রায় ১৬ বছর আগে তাঁর স্ত্রী সুফিয়া খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে পরিবারের পাঁচজন সদস্য মূক ও বধির। যদিও তাঁরা সরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা পান, তবুও সংসার চালাতে তা যথেষ্ট নয় বলে জানা গেছে। রাবার বাগানই ছিল তাঁদের আয়ের প্রধান ভরসা। সেখানে আগুন লাগার ঘটনায় আর্থিকভাবে চরম সংকটে পড়েছেন তাঁরা। এলাকার এক হৃদয়বান যুবক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরকারের কাছে আবেদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

21-02-2026, 01:02

জাগরণ আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
৮ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে পরম আত্মত্যাগ ও গৌরবের প্রতীক, যাহা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত। এই দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে, যাহা ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালিত হইতেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে ছাত্রদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার দিন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে এটি পালিত হইতেছে। বিশ্বে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়াছেন। এই দিনটি বাঙালির আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি ভালোবাসার অনন্য প্রতীক। শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভাষার বৈচিত্র্য ও বহুভাষিকতা উদযাপন করা হয়। এটি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা! / তোমার কোলে, তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা।' মাতৃভাষা মা ও মাতৃভূমির মতই আমাদের বড় প্রিয়- তাই এদের উপর যখন আঘাত আসে, তখন আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করি। কারণ মাতৃভাষা নিঃশ্বাস বায়ুর মত আমাদের মানবিক সত্তার এক অপরিহার্য অংশ। তাকে অমর্যাদায় দূরে রাখিয়া আমরা কখনও সুস্থজীবন গড়িয়া তুলিবার আশা করিতে পারি না অথচ দুর্বৃত্ত কুখ্যাত পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা না দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে অন্যায়ভাবে চাপাইয়া দিতে উদ্যত হইলে বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র-জনতা বাদ-প্রতিবাদে বিক্ষোভে মুখর হইয়া উঠে। বীর বাঙালি শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে আদায় করিয়া নিল মাতৃভাষা তথা প্রাণপ্রিয় বাংলাভাষার প্রাপ্য মর্যাদা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের সেই রক্তস্বাক্ষরিত দিন বলিয়াই আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির বড় তাৎপর্য রহিয়াছে।

গ্রেফতার, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস কোন কিছুই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করিতে পারেনি। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেট দিয়ে সবাই রাজপথে বের হয়ে আসে। আরম্ভ হয় পুলিশের বেপোরোয়া গুলিবর্ষণ। রক্তরঞ্জিত দেহে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েন সালাম, বরকত, রফিক এবং আরো অনেকে। তাঁহাদের অনমনীয় দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাভাষা লাভ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

প্রতিবছর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে একুশে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে। কিন্তু দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিবেশে একুশ নতুন আবেদন নিয়ে ধরা দেয়। এই অমর শহীদ মিনারের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারিতেই দুর্জয় শপথ গ্রহণ করে- শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা অবসানের অঙ্গীকার, স্বৈরাচার অনাচার ধ্বংসের অঙ্গীকার। এ থেকেই অনুধাবন করা যায় মহান একুশের চেতনা আমাদের জগত ও জীবনকে কতখানি আন্দোলিত করে।

একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' স্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি বড় তাৎপর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। সালাম, রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেক নাম না জানা ভাষা শহীদদের রক্তে রাঙানো অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন মর্যাদায় আসীন হইয়াছে। বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি বাঙালির এ এক বিশাল অর্জন। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে সালাম-বরকতরা প্রাণ দেবার পর বাংলাভাষার দাবিতে তথা মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ১৯৬১-র ১৯ মে ভারতের আসাম রাজ্যের বাঙালি অধ্যূষিত শিলচরে এগারো জন বাঙালি মায়ের ভাষা বাংলার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল এবং আবেগের দিন। এটি কেবল বাঙালির ভাষার অধিকার আদায়ের দিন নয়, বরং বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত একটি অনন্য দিন।১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে দেখা দেয় ভাষাগত বিরোধ। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যদিও সংখ্যাগুরু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'ঔত্মন্ড খদ্রত্ম ঔত্মন্ড স্প্তনন ত্নত্র ঠত্র ছণ্ঠথন্ঠত্র জ্রখদ্রভ্রখত্ত্ব দ্র ঞ্চখদ্ধস্থন্ঠখদ্র।' এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয়।রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরণের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। সেখানে শহীদ হন রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামসহ আরও অনেকে। তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।বাঙালি জাতির এই লড়াই বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করে।১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রস্তাব পাস হয় যে, এখন থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে।জাতি হিসেবে আমাদের শোক আর শক্তির প্রতীক। খালি পায়ে প্রভাতফেরির মাধ্যমে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এবং আলতাফ মাহমুদের সুরে গাওয়া গান'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে আবেগের জোয়ার আনে।এটি শুধু একটি সরকারি ছুটির দিন নয়; এটি আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভিত্তি। এই দিনটি শেখায় যে নিজের ভাষার জন্য লড়াই করা কতটা বীরত্বের। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ৭,০০০ ভাষা রয়েছে; ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই সকল বিপন্ন ভাষা রক্ষার প্রেরণা জোগায়।'একুশ মানে মাথা নত না করা।এটি শুধু একটি সরকারি ছুটির দিন নয়; এটি আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভিত্তি। এই দিনটি শেখায় যে নিজের ভাষার জন্য লড়াই করা কতটা বীরত্বের। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ৭, ০০০ ভাষা রয়েছে; ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই সকল বিপন্ন ভাষা রক্ষার প্রেরণা জোগায়।'একুশ মানে মাথা নত না করা।'

বাঙালি অস্মিতা ও আ মরি বাংলা ভাষা

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস এলেই বাংলা ভাষার প্রতি এক আলাদা মাধুর্য্য আগুনের শিখার মত জ্বলে ওঠে। আবার দিনটা চলে গেলেই প্রদীপের শিখা দপ করে নিভে যাওয়ার মত একপ্রকার তা স্তব্ধ হয়ে যায়। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষাতে কথা বলে। খুব আশ্চর্য বললেও কম বলা হবে, আমরা দেখব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহার কোথায় যেন মিশ্রিত হচ্ছে। যেমন বাংলা ভাষা বলতে বলতে এই কথার মাঝখানে মাঝখানে কিছু হিন্দি কিছু ইংরেজি শব্দ মিলে মিশে যাচ্ছে। যেখানে 'তথাকথিত আধুনিকতার' ছোঁয়া লাগলেও মূল ভাষা থেকে কোথাও যেন আমরা কতশত দূরে সরে যাচ্ছি। বর্তমানে পারিবারিক জীবনে আম জনতা শতরূপ ব্যস্ত। এআইয়ের যান্ত্রিকতায় ভরা জীবনে বড্ড বেশি মানুষ রোবটের মত যেন ছুটছে। রং রুটের মতনই মাথা ছড়া দিয়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি। কখনো ভালো শিক্ষালাভের আশায় তো কখনো আবার স্ট্যাটাস মেনটেন করতে গিয়ে বলা চলে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ হিসেবের খাতার দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখব দেশের মানিগুণী মনীষীরা প্রত্যেকেই বাংলা স্কুলে পরেই দেশের দশের একজন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান'। অথচ সেই মাতৃভাষাই আজ কোথাও যেন একটু হলেও তার গরিমা হারাচ্ছে। পেটের তাগিদে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথোপকথনে প্রাণ সংশয় হচ্ছে, যা আজ সত্যিই আমাদের ভাবায় বই কি কোথাও একটু হলেও! ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ওই বছরই বাংলাদেশের রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে নিহত হয়েছিল রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বর, আব্দুস সালাম এবং আব্দুল বরকত। অকালে ঝরে গিয়েছিল চার চারটি তাজা প্রাণ। অন্যদিকে,১৯৬১ সালের ১৯ মে অসমের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। অসম সরকারের অসমীয়া ভাষা ছিল প্রধান সরকারি ভাষা। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও এই দুই ভাষা দিবসই সমান গুরুত্ব। শিলচর স্টেশনে বাংলা ভাষাকে মর্য্যাদা দেওয়ার দাবিতে অকালে ঝরে যায় এগারোটি তাজা প্রাণ। এই আন্দোলনের শহীদদের মধ্যে কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র কুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সুকুমার পুরকায়স্থ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হাড় হিম করা এই দুই ঘটনাই বিশ্বের যে কোন বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটা এলেই সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী বাঙালী হৃদয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ প্রদীপের শিখার মত জ্বলে ওঠে। আরে আজই তো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'। সকালে ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরো বাড়ুক। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাক। এ বিষয়ে পূর্ব বর্ধমানের ডিআইসিও রাম শংকর মন্ডল জানান, 'সরকারি চিঠিপত্র বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই আসে। তবে বেশিরভাগ কাজটাই বাংলা ভাষাতে হয়। বাংলায় সাইনবোর্ড, ব্যানার ও বিভিন্নভাবে প্রচারের মাধ্যমে কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করা হয়ে থাকে'। বাংলা ভাষা নিয়ে অস্মিতা প্রকাশ করা হচ্ছে অথচ কটা মানুষ বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করে, এটা বুকে হাত রেখে কি আমরা বলতে পারব ? বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়া মানেই কোথাও যেন আজ একটু হলেও বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে। অথচ একসময় এই বাংলা মিডিয়াম স্কুল থেকেই পাস করে তুখোর তুখোর ছেলেমেয়েরা সিংহাসনের শীর্ষে বসেছেন। এ বিষয়ে বর্ধমান হরিসভা হিন্দু গার্লস হাইস্কুলের সহ শিক্ষিকা কৃষ্ণা কর্মকার জানান, 'বাংলা মাধ্যমে আরো ভালো করে শিক্ষা ব্যবস্থা দেওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন স্কুলগুলিকে উন্নত মানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ভালো শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সমস্ত দিক দিয়ে ঢেলে সাজানো হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন জনগণ, সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সকলে মিলে সচেতন হবে'। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ, কাদা ছোড়াছুড়ি, আসছে বছর আবার হবের মত আরেকটা একুশে ফেব্রুয়ারি চলে আসবে, না সাধারণ জনগণ সহ সরকারপক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সত্যিই বাংলা অস্মিতা আর তার গরিমাকে ধরে রাখবে ? যদিও ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতোই সময়ই সেই উত্তর দেবে।

বাণিজ্য চুক্তিতে ভাল চুক্তি আদায় করেছেন মোদি ভারত—মার্কিন আলোচনা নিয়ে মেরি মিলবেন

ওয়াশিংটন, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। সাম্প্রতিক ভারত---মার্কিন বাণিজ্য আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ''ভাল চুক্তি আদায় করেছেন'' বলে মন্তব্য করলেন জনপ্রিয় আফ্রিকান-আমেরিকান গায়িকা মেরি মিলবেন। তাঁর দাবি, ধৈর্য্য ও কূটনৈতিক সংযম ভারতের পক্ষে পাল্লা ভারী করেছে।

ওয়াশিংটনে আইএএনএস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিলবেন বলেন, অবশেষে একটি চুক্তি হয়েছে, এটা খুবই ভালো বিষয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমাধানে পৌঁছনোর জন্য সাধুবাদ জানাই। তিনি সম্প্রতি ট্রাম্প কেনেডি সেন্টারে পারফর্ম করার পর এই সাক্ষাৎকার দেন।

তবে কে বেশি লাভবান হয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট। আমি সবসময় প্রধানমন্ত্রীকেই কৃতিত্ব দেব, কারণ এই ক্ষেত্রে তিনিই জিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সংযত ও ধৈর্য্যশীল ছিলেন। ভারতের স্বার্থ নিশ্চিত করতে তিনি কখনও বিচলিত হননি, বলেন মিলবেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারতকে বিক্রি করে দেওয়া' সংক্রান্ত সমালোচনার জবাবে মিলবেন তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন। ওটা সত্য নয়। গান্ধীর মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া যায় না, বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গান্ধী সবসময় প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করেন।

মিলবেনের মতে, একাধিক ভূরাজনৈতিক ঘটনার ফলে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠকের প্রসঙ্গ তোলেন। পাশাপাশি সাম্প্রতিক ইইউ—ভারত বাণিজ্য চুক্তিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

আমি মনে করি ইইউ---ভারত চুক্তিই ছিল এক ধরনের সতর্কবার্তা, যা প্রেসিডেন্ট ও ট্রাম্প প্রশাসনকে ভাবতে বাধ্য করেছে। সেটি হওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পথে এগোনো উচিত, বলেন তিনি।

ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মিলবেন বলেন, শুধু বাণিজ্য চুক্তি হলেই সম্পর্কের সব সমস্যা মিটে যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বৃহত্তর সম্পর্ক পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়া, মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানানো সম্পর্ক মেরামতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

ভারতের বৈশ্বিক অবস্থান নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত এআই সামিটের উল্লেখ করে মিলবেন বলেন, ''বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা ভারতে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বে ব্যবসা করতে চাইলে ভারতকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে।'' তাঁর মতে, ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ওয়াশিংটনে ঘোষিত 'বোর্ড অফ পিস' উদ্যোগকেও স্বাগত জানান মিলবেন। তবে সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মানে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা, একতরফা নির্দেশ দেওয়া নয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি শান্তি চাপিয়ে দিতে চায়, তবে তা সফল হবে না।

সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী আগস্টে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নতুন সঙ্গীত প্রস্তুত করছেন। 'বন্দে মাতরম-এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, কে জানে, হয়তো আগস্টের জন্য নতুন গান আসছে। ভারত ও প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মিলবেন বলেন, ভারত এবং সারা বিশ্বের ভারতীয় সম্প্রদায়কে আমি আমার পরিবার মনে করি। ১.৫ বিলিয়ন মানুষের ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জাতীয় অনুষ্ঠান ও প্রবাসী ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নিয়ে ভারত ও ভারতীয়-আমেরিকানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন মেরি মিলবেন।

১৩ ত্রৈমাসিক পর মুনাফায় পতন আয়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাপে নিফটি ৫০ সংস্থাগুলি

মুম্বাই, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। টানা ১৩টি ত্রৈমাসিক পর ডিসেম্বর প্রান্তিকে নিফটি ৫০ সূচকভুক্ত সংস্থাগুলির সম্মিলিত মুনাফায় বছরওয়ারি পতন দেখা গিয়েছে। তবে একই সময়ে শীর্ষ আয়ে (টপ লাইন) দ্বি-অঙ্কের বৃদ্ধি ফিরে এসেছে বলে শিল্প মহলের তথ্য জানাচ্ছে।

ব্যাঙ্ক, আর্থিক পরিষেবা এবং তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলিকে বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মোট আয় ডিসেম্বর প্রান্তিকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ প্রান্তিকের পর এই প্রথম দ্বি-অঙ্কের বৃদ্ধি দেখা গেল। তবুও এককালীন হিসাবনিকাশজনিত প্রভাবের কারণে মোট মুনাফা কমেছে, যার প্রধান কারণ ভারতের নতুন শ্রম কোড কার্যকর হওয়া।

পরিচালন মুনাফা (অপারেটিং প্রফিট) বছরওয়ারি ৭.৫ শতাংশ বেড়েছে, যা সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ছিল ৬.১ শতাংশ এবং এক বছর আগে ছিল ৫ শতাংশ। তবে আয়ের উন্নতি সত্ত্বেও নিফটি ৫০-র ৩৭টি সংস্থার সম্মিলিত নিট মুনাফা আগের বছরের তুলনায় ৮.১ শতাংশ কমেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের পর এই প্রথম নিট মুনাফায় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা গেল।

বিশ্লেষকদের মতে, নতুন শ্রম কোড অনুযায়ী মোট বেতন কাঠামোয় (কস্ট-টু-কম্পানি) মৌলিক বেতনের অংশ ৫০ শতাংশে উন্নীত করা এবং গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত সংরক্ষণ বৃদ্ধির ফলে এককালীন হিসাবনিকাশের প্রভাব পড়েছে। এর জেরে কর-পরবর্তী মুনাফা (প্যাট) প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে বলে অনুমান। প্রযুক্তি খাতে এই প্রভাব আরও বেশি, প্রায় ১৩ শতাংশ মুনাফা হ্রাস হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ২০২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকে ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির হার ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশে পৌঁছেছে। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) হ্রাস কার্যকর হওয়ার পর এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। নভেম্বর মাসে নতুন শ্রম কোড কার্যকর হয়, যার ফলে মজুরি কাঠামো, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বড় প্রভাব পড়েছে। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইনফোসিস এবং এইচসিএল টেকনোলজিস এই তিন সংস্থাই নতুন নিয়ম কার্যকরের ফলে এককালীন চার্জ বাবদ মোট ৪,৩৭৩ কোটির বেশি টাকা ব্যয় করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকে মুনাফায় দ্বি-অঙ্কের হ্রাস দেখা গিয়েছে। ব্যাঙ্কিং খাতেও চাপ তৈরি হয়েছে। অগ্রাধিকারমূলক খাতে ঋণ এবং কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সমন্বয় নিয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)-এর হস্তক্ষেপ আয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। যদিও বিশ্লেষকদের মতে, এগুলি স্বল্পমেয়াদি কারণ। সামগ্রিকভাবে, আয় বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রবণতা থাকলেও এককালীন নীতিগত পরিবর্তনের প্রভাবে কর্পোরেট মুনাফায় চাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মত বাজার বিশেষজ্ঞদের।

কেরলে সরকারি চিকিৎসকদের ধর্মঘট পঞ্চম দিনে, আলোচনার পর সরে দাঁড়ালেন পিজি চিকিৎসকরা

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। কেরলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে চিকিৎসকদের আউটপেশেন্ট (ওপি) বয়কট শুক্রবার পঞ্চম দিনে পড়ল। দীর্ঘদিনের একাধিক দাবির নিষ্পত্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কেরালা সরকারি মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি (কেজিএমসিটিএ)। রাজ্য সরকার চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে "ডিউটি রোস্টার সিস্টেম" চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের ওপি ডিউটি এবং অপারেশন থিয়েটার (ওটি)—এর সময়সূচি অনুযায়ী হাজিরা নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ধর্মঘটে অংশ নেওয়া চিকিৎসকদের উপস্থিতিও এই তালিকায় চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বকেয়া বেতন পরিশোধ, নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন পরিষেবা-সংক্রান্ত দাবিতে ডাকা এই ধর্মঘটের জেরে নিয়মিত হাসপাতাল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেজিএমসিটিএ রাজ্য সচিবালয়ের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করে। সরকার অনড় অবস্থান বজায় রাখলেও সংগঠন স্পষ্ট জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। জরুরি অস্ত্রোপচার চালু থাকলেও পূর্বনির্ধারিত বহু অপারেশন স্থগিত করতে হয়েছে। প্রথমদিকে সিনিয়র চিকিৎসকদের সমর্থনে স্নাতকোত্তর (পিজি) চিকিৎসকরাও কর্মবিরতির ঘোষণা করেছিলেন। তবে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠকের পর পিজি চিকিৎসকদের সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বাস্থ্য দফতরের তরফে চিকিৎসকদের মূল দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় প্রধানত স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি, দীর্ঘদিনের বকেয়া মেটানো এবং সংশোধিত হারে দ্রুত কার্যকর করার বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। দফতরের সচিব জানিয়েছেন, স্টাইপেন্ড বকেয়া এবং সংশোধিত বেতন কাঠামো সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নির্দেশ খুব শিগগিরই জারি করা হবে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের কাজের চাপ কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘট সরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্মপরিবেশ, পারিশ্রমিক এবং সহায়ক অবকাঠামো নিয়ে চিকিৎসকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে সামনে এনেছে। নিয়মিত স্বাস্থ্যপরিষেবা ব্যাহত হলেও জরুরি পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকদের সঙ্গে সংলাপ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিজি চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রত্যাহারের পর এখন নজর সিনিয়র চিকিৎসকদের দাবিদাওয়া এবং সেগুলি মেটাতে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

অপারেশনের ৫ বছর পর মহিলার পেটে কাঁচি উদ্ধার, তদন্তের নির্দেশ কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আলাপ্পুঝা, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। অপারেশনের পাঁচ বছর পর এক মহিলার পেটের ভেতর থেকে অস্ত্রোপচারের কাঁচি উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কেরলে। ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর বলে উল্লেখ করে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভীনা জর্জ জানিয়েছেন, প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এসেছে এবং পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্তে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনাটি আলাপ্পুঝা জেলার পুন্নাপ্রা এলাকার বাসিন্দা ঊষা জোসেফকে ঘিরে। চলতি সপ্তাহে এক্স-রে পরীক্ষায় তাঁর পেটের ভিতরে একটি কাঁচি ধরা পড়ে। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ৫ মে তিনি আলাপ্পুঝা বন্দনাম মেডিকেল কলেজ-এ জরায়ুর টিউমার অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করান। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তিনি দীর্ঘদিন পেটব্যথা ও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ওষুধ খেয়ে কোনওরকমে ব্যথা সামাল দিচ্ছিলেন বলেও জানা যায়।

মন্ত্রী ভীনা জর্জ বলেন, কীভাবে এত বছর ধরে রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের যন্ত্র রয়ে গেল, তা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে। দায় নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত নিরাপত্তা প্রটোকলও পর্যালোচনা করা হবে। অন্যদিকে, অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যুক্ত বলে যাঁর নাম উঠে এসেছে, সেই চিকিৎসক ডা. ললিতাম্বিকা দাবি করেছেন, তিনি ঊষার ওই অস্ত্রোপচার করেননি। তাঁর দাবি, রোগীর অতীতে আরও অস্ত্রোপচার হয়েছিল, প্রায় ২০ বছর আগেও একটি অপারেশন হয়। সেই সময় যন্ত্রটি থেকে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য অর্থ নেন না এবং এ ধরনের ঘটনা ব্যক্তিগত গাফিলতির চেয়ে পদ্ধতিগত ত্রুটির ফল হতে পারে।

তবে ঊষা জোসেফের দাবি, ২০২১ সালে ভানদানম মেডিক্যাল কলেজে হওয়া অস্ত্রোপচার ছাড়া তাঁর অন্য কোনও অপারেশন হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন তীব্র ব্যথার কথা জানালেও প্রথমে চিকিৎসকরা তাঁর উপসর্গকে কিডনিতে পাথরের সমস্যা বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্প্রতি এক্স-রে করানোর পরই কাঁচির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ঊষা আরও অভিযোগ করেন, বিষয়টি গোপনে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং তাঁকে ঘটনা প্রকাশ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ঊষার পরিবার ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তাঁর ছেলে জানান, বছরের পর বছর যন্ত্রণায় ভুগেছেন তাঁর মা। প্রস্রাবে অসুবিধা, নিয়মিত কাজ করতে না পারা এবং বিপুল চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে পরিবার চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির তদন্ত শুরু হলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অস্ত্রোপচারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর এবং দায় নির্ধারণই হবে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

ফেব্রুয়ারিতে ভারতের পিএমআই তিন মাসে সর্বোচ্চ জোরালো উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের পিএমআই সূচক তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, যা জোরালো উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এসএন্ডপি গ্লোবাল সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, এই মাসে এইচএসবিসি ফ্ল্যাশ ইন্ডিয়া পিএমআই জানুয়ারির ৫৮.৪ থেকে বেড়ে ৫৯.৩-এ পৌঁছেছে। ফলে সম্প্রসারণের হার গত তিন মাসে সর্বোচ্চ হয়েছে। এই ত্বরান্বিত বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল কারখানা উৎপাদনের দ্রুত উত্থান। পরিষেবা খাতে কার্যকলাপের বৃদ্ধি ২০২৬ ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতে যে হারে ছিল, প্রায় সেই স্তরেই রয়েছে। এইচএসবিসির চিফ ইন্ডিয়া ইকোনমিস্ট প্রাঞ্জুল ভান্ডারি বলেন, ''ফেব্রুয়ারিতে উৎপাদন খাত শক্তিশালী হয়েছে। আউটপুট এবং নতুন দেশীয় অর্ডারের জোরালো বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ।'' সমষ্টিগত স্তরে (কম্পোজিট), ফেব্রুয়ারির সম্প্রসারণ গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর সর্বোচ্চ। ভান্ডারি জানান, ''বর্ধিত মূল্যস্ফীতির চাপ সত্ত্বেও উৎপাদক ও পরিষেবা প্রদানকারীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।''

ফেব্রুয়ারিতে মোট নতুন অর্ডার এবং আন্তর্জাতিক বিক্রির দ্রুত বৃদ্ধি বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত করেছে। ব্যবসায়িক আস্থাও বেড়েছে। তবে এর সঙ্গে ইনপুট খরচ এবং বিক্রয়মূল্য দু'টিই দ্রুত হারে বাড়ায় মূল্যস্ফীতির চাপও তীব্র হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আউটপুটের মতোই মোট নতুন অর্ডার বৃদ্ধির হার গত নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ হয়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, চাহিদা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যটন, বিপণন কার্যক্রম এবং গ্রাহকদের অনুসন্ধান বৃদ্ধিই এই প্রবৃদ্ধির কারণ। পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি পরিষেবা খাতের তুলনায় মোট বিক্রিতে বেশি বৃদ্ধি জানিয়েছে, যা গত চার মাসে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে পরিষেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ১৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। তবে প্রতিযোগিতামূলক চাপ এবং অন্যত্র কম খরচে পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ কিছুটা উত্থানকে শ্লথ করেছে বলে গুণগত তথ্য থেকে জানা গেছে। পরিষেবা অর্থনীতির একটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে রপ্তানিতে। আন্তর্জাতিক অর্ডার বৃদ্ধির হার ২০২৫ সালের আগস্টের পর সর্বোচ্চ হয়েছে। অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি কাঁচামাল ক্রয়ও বাড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ইনপুট ক্রয়ের বৃদ্ধি চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে।

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে প্রতিরক্ষা ও কৃষিতে প্রয়োগমূলক এআই সাফল্যের প্রদর্শন

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এ গবেষণাগার ছাড়িয়ে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি তৈরির উপর জোর দিয়ে এক পরিণত প্রয়োগমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিবেশের ছবি উঠে এসেছে। খালসা ভক্স-এর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রয়োগমূলক এআই, শিক্ষাক্ষেত্রে সংযুক্তিকরণ এবং শিল্প-প্রস্তুত রোবোটিক্সের উপর গুরুত্ব আরোপ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে প্রতিরক্ষা, কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি তৈরির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতমুখী ধারণার পাশাপাশি, বহু প্রদর্শক বাস্তব সমস্যার সমাধানে উপযোগী দেশীয় প্রযুক্তি তুলে ধরেছেন। সামিটে প্রদর্শিত প্রযুক্তিগুলির মধ্যে ছিল একটি হাইব্রিড ভার্টিক্যাল টেক-অফ-অ্যান্ড-ল্যান্ডিং (ভিটিওএল) মানববিহীন বিমান, যা মাল্টি-রোটর ফ্লাইটের নমনীয়তা এবং ফিক্সড-উইং বিমানের দীর্ঘস্থায়িত্ব একত্র করেছে। এই সিস্টেমটি দীর্ঘ সময় আকাশপথে নজরদারি এবং জরুরি সহায়তার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এতে ন্যাভিগেশন এবং রিয়েল-টাইম তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এআই সংযুক্ত করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন-ভিত্তিক আরেকটি সমাধানে এআই-চালিত ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে ফসলের রোগ শনাক্ত করতে সক্ষম। এর ফলে লক্ষ্যভিত্তিক স্প্রে করা সম্ভব হচ্ছে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ কমানো যাচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার রাজধানীতে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

ইরানের বিরুদ্ধে সীমিত হামলার চিন্তাভাবনা ট্রাম্পের, রিপোর্ট

ওয়াশিংটন, ২০ ফেব্রুয়ারি: ইরানকে নতুন করে পরমাণু চুক্তিতে বাধ্য করতে সীমিত সামরিক হামলার কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনটাই জানিয়েছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেহরানকে আলোচনায় বসতে চাপ বাড়াতে প্রথম ধাপে সীমিত আকারে সামরিক হামলার পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন ট্রাম্প। এর লক্ষ্য পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ এড়িয়ে ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

সূত্রের দাবি, প্রাথমিক হামলা হলে তা ইরানের কয়েকটি সামরিক বা সরকারি স্থাপনায় লক্ষ্য করে চালানো হতে পারে। ইরান যদি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ না করে, তবে হামলার পরিধি বাড়িয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত হানা হতে পারে।

এক সূত্রের বক্তব্য, ছোট আকারে হামলা শুরু করে প্রয়োজনে তা ধাপে ধাপে বাড়ানো হতে পারে, যতক্ষণ না ইরান তাদের পরমাণু কর্মসূচি ভেঙে দেয় বা সরকার নতি স্বীকার করে।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, আমরা একটা চুক্তি করব, বা অন্য কোনওভাবে সেটা আদায় করব। তিনি আরও জানান, আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হতে পারে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাতে চাননি। তিনি বলেন, ‘‘প্রেসিডেন্ট কী করবেন বা করবেন না, তা একমাত্র তিনিই জানেন।’’

এদিকে ওয়াশিংটন পোস্টের জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক শক্তি বাড়ানো হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হতে পারে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল আর ফোর্ড ও তার সহযোগী যুদ্ধজাহাজগুলি ওই অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ বাহিনী সম্পূর্ণ মোতায়েন হতে পারে বলে জানা গেছে।

ইসরায়েলে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল বি শাপিরো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল একত্রে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক দিক থেকে বড় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন, সংঘাত শুরু হলে তা দ্রুত বা মসৃণভাবে শেষ নাও হতে পারে এবং ইরানও পাল্টা ক্ষতি করার সক্ষমতা রাখে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, প্রয়োজনে মার্কিন রণতরী ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে এবং মার্কিন সেনাকে এমন আঘাত হানা হবে, যেখান থেকে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সরে দাঁড়ানোর পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। ইরান দাবি করে, তারা পরমাণু অস্ত্র চায় না এবং বেসামরিক কাজে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার তাদের রয়েছে। কূটনৈতিক আলোচনা চললেও উভয় পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে, ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পুদুচেরি বিধানসভা ভোটের আগে একাধিক কমিটি গঠন করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: পুদুচেরিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠনের ঘোষণা করল এআইসিসি। দলীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, কংগ্রেস সভাপতি প্রদেশ নির্বাচন কমিটি, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কমিটি, ইশতেহার কমিটি, প্রচার কমিটি এবং প্রচার ও মিডিয়া কমিটি গঠনে অনুমোদন দিয়েছেন। এই কমিটিগুলি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রদেশ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ভেথিলিঙ্গম-কে এবং সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন এম বৈথিয়ানাথন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেনভি নারায়ণসামি, এ ভি সুব্রামনিয়ান, রমেশ পরামবাথ, ই ভালসরাজ, পি কে দেবদাস, এম কন্দাসামি, আর কমলাকান্নন, আরকেআর অনন্তরামন-সহ একাধিক নেতা।

এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে থাকছেন পুদুচেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত গিরিশ চোদনকর এবং এআইসিসি-র সম্পাদক টি এন প্রতাপন, সুরজ এম এন হেগড়ে ও নিবেদিতা আলভা। এছাড়া যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, এনএসইউআই, সেবা দল, তফসিলি জাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু বিভাগের প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন ভি নারায়ণসামি এবং সহ-সভাপতি এম বৈথিয়ানাতন। এই কমিটি নির্বাচনী প্রস্তুতির লজিস্টিক ও সাংগঠনিক দিকগুলি তদারকি করবে।

ইশতেহার কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন আরকেআর অনন্তরামন। সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন ই রাজেন্দ্রন ও পি কার্তিকেয়ন। কমিটিতে একাধিক সদস্য ছাড়াও স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে থাকছেন ভি নারায়ণসামি এবং সহ-সভাপতি এম বৈথিয়ানাতন-সহ অন্যান্য নেতারা।

প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে এমওএইচএফ শাজাহানকে এবং সহ-সভাপতি আর কমলাকান্নন। পাশাপাশি প্রচার ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান পি কে দেবদাস এবং সহ-সভাপতি এম বৈথিয়ানাথন (এমএলএ)।

উল্লেখ্য, ফরাসি ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর অনন্য মিশেলে গড়ে ওঠা পুদুচেরি -তে গত কয়েক বছরে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থানে ওঠানামা দেখা গেছে। আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনকে মজবুত করা, স্থানীয় ইস্যু যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ইশতেহার তৈরি এবং কার্যকর প্রচার চালানোর লক্ষ্যেই এই কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বঙ্গ ভোটে হেভিওয়েট মন্ত্রীদের আসন বদলের সম্ভাবনা বৈঠক মমতার কালিঘাটে

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকজন হেভিওয়েট মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান বিধায়কের ক্ষেত্রে আসন পরিবর্তনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে শীর্ষ নেতৃত্ব।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জের কালিঘাটের বাসভবনে দলের অতি শীর্ষস্তরের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে দু'দফা রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। সেখানে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দলীয় সূত্রের দাবি, বর্তমান মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবং একাধিক অভিজ্ঞ বিধায়কের নাম উঠে এসেছে, যাঁদের এবার ভিন্ন আসন থেকে লড়ানো হতে পারে। একই সঙ্গে এমন কিছু বর্তমান বিধায়কের নাম নিয়েও আলোচনা হয়েছে, যাঁরা এবার টিকিট নাও পেতে পারেন এবং তাঁদের সাংগঠনিক দায়িত্বে ব্যবহার করা হতে পারে। বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রার্থী তালিকায় 'পুরনো মুখ' ও 'নতুন মুখ'-এর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা। পাশাপাশি রাজনীতির বাইরের পরিচিত মুখবিশেষ করে বিনোদন জগৎ, বিভিন্ন পেশা এবং মিডিয়া জগতের ব্যক্তিত্বদের প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। দলীয় সূত্রের ইঙ্গিত, এবারের প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক থাকতে পারে।

এদিকে আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচটি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিধানসভায় বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে পাঁচটির মধ্যে চারটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। একটি আসন পেতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের সম্ভাব্য চার রাজ্যসভা আসনের মধ্যে তিনটিতে দলের অভিজ্ঞ নেতাদের মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে। বাকি একটি আসনে অরাজনৈতিক হলেও দিল্লির রাজনৈতিক মহলে বিস্তৃত যোগাযোগ রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

কালাবুরাগিতে পথকুকুরের হামলায় পাঁচ শিশু জখম, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা

কালাবুরাগি, ২০ ফেব্রুয়ারি: কর্নাটকের কালবুরাগি জেলায় পথকুকুরের হামলায় পাঁচ শিশু, যার মধ্যে দুই টডলারও রয়েছে, গুরুতর জখম হয়েছে। শুক্রবার শহরের দেবীনগর এলাকায় বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে।

জানা গিয়েছে, কুকুরের কামড়ে শিশুদের চোখ, কান ও বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে। আহতদের জিআইএমএস হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, প্রায় প্রতিদিনই কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু পুরসভা কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা কর্পোরেশন কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং অবিলম্বে পথকুকুরের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ৭ ফেব্রুয়ারি কালাবুরাগিতেই এক কিশোরীর পথকুকুরের মুখোমুখি হওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যায়, স্কুল ইউনিফর্ম ও হিজাব পরা ওই কিশোরীকে ঘিরে ধরে কয়েকটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেও সে সাহসিকতার সঙ্গে তাদের তাড়িয়ে দেয়। পরে রহমান কলোনি এলাকায় এক শিশুকে আক্রমণের চেষ্টা করা কুকুরগুলিকে পুরসভা ধরেছে বলে জানানো হয়।

এর আগে শহরের মোমিনপুর এলাকায় উন্মত্ত কুকুরের কামড়ে পাঁচ শিশু আহত হয়েছিল। এছাড়া জানুয়ারির ২৮ ও ২৯ তারিখে বেলাগাভি জেলার বাইলহোঙ্গল শহরে কুকুরের হামলায় সাত শিশু ও এক প্রবীণ জখম হন। ক্রমাগত এই ধরনের ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর বাসিন্দাদের।

এআই স্টার্টআপ সিইওদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির রাউন্ডটেবিলে ভারতের সহায়ক পরিবেশের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের প্রান্তে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এথিকালচার, হেলথকেয়ার, সাইবারসিকিউরিটি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী এআই ও ডীপ টেক স্টার্টআপগুলোর সিইওদের সঙ্গে রাউন্ডটেবিল বৈঠক করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীরা ভারতের এআই উন্নয়নের জন্য ‘‘সহায়ক ও গতিশীল পরিবেশ’’ প্রশংসা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় এআই টুলস সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অংশগ্রহণকারী স্টার্টআপগুলো জনসংখ্যা ভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, সাইবার সিকিউরিটি, নৈতিক এআই, স্পেস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে।

সভায় উপস্থিত উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে নৈতিক এআই, শিক্ষা ও বিচার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন, এবং এন্টারপ্রাইজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পুরনো সিস্টেম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ।

স্টার্টআপগুলো বলেছেন, ‘‘দেশটি এখন এআই অগ্রগতির জন্য সহায়ক ও গতিশীল পরিবেশ প্রদান করছে, যা ভারতকে বৈশ্বিক এআই পরিমণ্ডলে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করছে।’’ তারা ভারতের এআই ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য চলমান প্রচেষ্টা এবং এআই উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের বৈশ্বিক গতি ভারতের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছে।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এআই স্টার্টআপগুলো উন্নত ডায়াগনস্টিক, জিন থেরাপি, কার্যকরী রোগীর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ভূ-স্থানিক ও জলরেখা ভিত্তিক এআই ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু, ঝুঁকি মোকাবেলার মতো ক্ষেত্রেও কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবকদের সাহসী উদ্যোগ এবং প্রভাবশালী এআই সমাধান তৈরি করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ফসলের উৎপাদন এবং সার ব্যবহারের তদারকি, মৃত্তিকার স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বও তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি শক্তিশালী ডেটা শাসন প্রয়োজনীয়তা, মিথ্যা তথ্য প্রতিরোধ এবং ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান বিকাশের ওপর জোর দেন। উইপিআই-কে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি দেশের এআই উদ্যোগ ও ডিজিটাল উদ্ভাবনকে প্রশংসা করেন এবং ভারতীয় পণ্য ও স্টার্টআপে আস্থা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বেসরকারি খাতকে স্পেস সেক্টরে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং ভারতীয় স্টার্টআপে বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী আগ্রহের কথা তুলে ধরেছেন।

বিবাহ সহায়তা প্রকল্পে ৪৪,৩০১ উপভোক্তা বিধানসভায় জানাল জম্মু-কাশ্মীর সরকার

জম্মু, ২০ ফেব্রুয়ারি: চলতি অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ (এ পর্যন্ত) বিবাহ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৪,৩০১ জন উপভোক্তাকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে ২৩৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে শুক্রবার বিধানসভায় জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। পিডিপি বিধায়ক ওয়াহিদ-উর-রহমান পারার প্রশ্নের উত্তরে সরকার এই তথ্য জানায়। সামাজিক কল্যাণ দফতর গত তিন বছরের জেলা-ভিত্তিক উপভোক্তা ও ব্যয়ের পরিসংখ্যানও পেশ করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিবাহ সহায়তা প্রকল্পে ২৬,০০০ জন উপভোক্তা অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষেও একই সংখ্যক, অর্থাৎ ২৬,০০০ জন উপভোক্তা ১৩০ কোটি টাকার সহায়তা পান। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (এ পর্যন্ত) ৪৪,৩০১ জন উপভোক্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০.০৮ কোটি টাকার বিল এখনও কোষাগারে মুলতুবি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে জেলা-ভিত্তিক হিসেবে শ্রীনগরে ২,৫০৪ জন, আনন্তনাগে ৪,৩০৮ জন, বুদগামে ৪,২৫৫ জন, বারামুলায় ৩,৮৫৫ জন, কুপওয়ারায় ৩,৪২৬ জন এবং কাঠুয়ায় ২,৪৪৯ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

এছাড়া 'লাডলি বেটি' প্রকল্পের আওতায় মোট ১,৯৮,০২৪ জন উপভোক্তাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ-এর নেতৃত্বাধীন সরকার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'লাডলি বেটি' প্রকল্পে ১,৪১,০৮৫ জন উপভোক্তাকে অনুমোদন দিয়ে ২১৩.৭৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১,৭৬,১২৬ জন উপভোক্তাকে অনুমোদন দিয়ে ১৫০ কোটি টাকা ছাড়া হয়।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (এ পর্যন্ত) ১,৯৮,০২৪ জন উপভোক্তাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০ কোটি টাকার বিল কোষাগারে মুলতুবি রয়েছে, যা পরবর্তীতে উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাঙ্ক-এ রক্ষিত পুল অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

গৌরব গগৈ-এর পাকিস্তান সংযোগ অভিযোগে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী: প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

গৌহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — কংগ্রেস নেতা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বেদ্রা বৃহস্পতিবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, শর্মা সরকার পরিচালনার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আক্রমণে লিপ্ত আছেন এবং রাজ্যের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না।

গৌরব গগৈ-এর পাকিস্তান সংযোগ নিয়ে ওঠা গুরুতর অভিযোগের প্রসঙ্গে, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী শর্মাকে লক্ষ্য করে বলেন, “পরিবার বা শিশুদের উদ্দেশ্য করে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানো মোটেও উপযুক্ত নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এটি করার পরিবর্তে আসামের উন্নয়নের জন্য কাজ করা উচিত। আজকের যুবকদের যা দরকার তা হলো চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ।”

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক পরিবেশের উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী ভোটের সময় ভয় ছড়ানোর কৌশল ব্যবহার করছেন।

তিনি কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ-কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়ে বলেন, তিনি একজন ইতিবাচক নেতা যিনি মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি বিশ্বাস করেন।

“গৌরব গগৈ একজন ইতিবাচক ব্যক্তি, যিনি আসামে মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাজনীতি করতে চান। নির্বাচনের আগমনের কারণে মুখ্যমন্ত্রী ভীত,” তিনি বলেন।

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী শর্মার গৌরব গগৈ-এর পাকিস্তান সংযোগের অভিযোগও নাকচ করে দেন, উল্লেখ করে যে এই ধরনের দাবিকে আসামের মানুষ গ্রহণ করবেন না।

“মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গৌরব গগৈ-এর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেগুলি আসামের মানুষ বিশ্বাস করবেন না,” তিনি বলেন।

তিনি জনপ্রিয় আসামি গায়ক জুবিন গার্গকে রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “জুবিন গার্গ আসামের প্রাণ। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি রাজনীতির উপরে আছেন। জুবিন গার্গকে নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়,” এবং তাঁকে রাজ্যের প্রিয় সাংস্কৃতিক আইকন হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, কংগ্রেস পার্টি সাধারণ মানুষের সমস্যা, বিশেষ করে বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি এবং উন্নয়নের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নির্বাচন লড়াই করবে। তিনি আরও জানান, কংগ্রেস দল সমরাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত, যেখানে শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ এবং মানুষকেন্দ্রিক শাসনের উপর জোর থাকবে।

কেরালা: বিশেষ তীব্র সংস্করণের পর নির্বাচনী তালিকা দাঁড়ালো ২.৬৯ কোটি

থিরুভনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — কেরালার নির্বাচন কমিশনার রথান ইউ. কেলকার-এর অফিস জানিয়েছে, বিশেষ তীব্র সংস্করণ কার্যক্রমের পর রাজ্যের চূড়ান্ত নির্বাচনী তালিকা এখন ২,৬৯,৫৩,৬৪৪ ভোটার। চূড়ান্ত তালিকা শুক্রবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর প্রকাশ করা হয়। সরকারিভাবে এটি ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে এবং রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ড্রাফট তালিকা, যা ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ২.৫৪ কোটি ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার—এর প্রথম পর্যায়ে কেরালার বিভিন্ন অঞ্চলে ২.৭৮ কোটি ফর্ম বিতরণ করা হয়। পর্যালোচনা, শুনানি এবং সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৬৯ কোটিতে।

মোট ভোটারের মধ্যে ১.৩১ কোটি পুরুষ এবং ১.৩৮ কোটি নারী ভোটার রয়েছেন, যা রাজ্যে নারীর সংখ্যায়নের বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। চূড়ান্ত তালিকায় ২,২৩,৫৫৮ প্রবাসী ভোটারও অন্তর্ভুক্ত। চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার জানিয়েছেন, সব ১৪০ বিধানসভা এলাকার শুনানির পর ড্রাফট তালিকা থেকে ৫৩,২২৯ নাম মুছে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন মৃত ব্যক্তিরা, যারা বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন, যারা স্থানান্তরিত হয়েছেন, এবং নামের পুনরাবৃত্তি শনাক্ত হওয়া ক্ষেত্র।

ড্রাফট তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন ৩৬,৮৮,৯৪৮টি শুনানির নোটিশ জারি করেছিল। এর মধ্যে ১৯,৩২,৬৮৮ 'নো ম্যাপিং' ভোটার ছিলেন, যাদের তথ্য ২০০২ সালের নির্বাচনী তালিকার সঙ্গে মেলানো যায়নি, এবং ১৭,৫৬,২৬০ ভোটারের স্থানীয় তথ্যের অসঙ্গতি ছিল।

গত বছরের ২৭ অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৩,৫১,১৫১টি নতুন ভোটার নিবন্ধনের আবেদন (ফর্ম ৬) গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৫৯,১১১টি প্রবাসী ভোটারের আবেদন (ফর্ম ৬এ) অনুমোদিত হয়েছে। একই সময়ে ২৪,২৮,৬৩৯টি ফর্ম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত হয়েছে, এবং ৩,৯৩,৩৩৩টি ফর্ম বিদ্যমান তথ্য সংশোধনের জন্য গৃহীত হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পর এখন নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মসৃণ প্রস্তুতির দিকে।

এমবিবি কলেজে ন্যাক-এর উপর জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দপ্তরে গ্রুপ-সি (বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৪২২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৯৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ২৪ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ২৪ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সি.বি. অফিসার (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (এনটিপিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
গেইট স্কোর ও বিশেষ পদ্ধতিতে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ফায়ারম্যান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, ফিনান্সে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটি সহ সারা দেশে বড় শহরে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পিওন, এমটিএস, এলডিসি, ড্রাইভার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

স্টেট ব্যাঙ্কে ২২৭৩ অফিসার আবেদনের শেষ তারিখ বাড়লো

আগরতলা ।। এসবিআই-তে অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত সংশোধনী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে ২২৭৩ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১২-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২২৭৩-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩২৭টি, এসটি'র জন্য ৩০২টি, ওবিসি'র জন্য ৫৯২টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮৫২টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৮৮টি পদ। ব্যাকেলগ শূন্যপদ রয়েছে ২২৩টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। পরীক্ষা মার্চে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিবিও/ ২০২৫-২৬/১৮, তারিখ ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেলে প্রচুর চাকরি অনলাইনে আবেদন, কম্পিউটারে পরীক্ষা

আগরতলা ।। রেল মন্ত্রকের অধীনে গ্রুপ-ডিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে গ্রুপ-ডি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ২২,১৯৫ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২২,১৯৫টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য, এসটি'র জন্য, ওবিসি'র জন্য এবং ইডব্লিওএস-দের জন্য পদ সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, প্রচুর সংখ্যক পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে বেশ কিছু পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। চাকরি হবে মূলতঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস, পয়েন্টস ম্যান, সিগন্যাল এন্ড টেলিকম, ট্র্যাক মেশিন, লোকো শেড, ব্রীজ, ট্র্যাক মেন্টেনার, হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ২০টি বিভিন্ন পদে। কাজ করতে হবে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক, মেডিক্যাল, স্টোরস্ ইত্যাদি বিভাগে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই পাশ বা এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। শারীরিকভাবে সক্ষমতাও থাকতে হবে। বয়স ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮-৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সেপ্টেম্বর - অক্টোবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ বা ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং. আরআরসি-০৯/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সরকারি দপ্তর, প্রজেক্ট মিশনে ৯৩ জন গ্রুপ-ডি, এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার

আগরতলা।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর, নিগম ও কর্পোরেট সেক্টর এবং অধিগৃহীত সংস্থায় পিওন, এমটিএস, এলডিসি, ড্রাইভার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ২৭৩১ তারিখ ০৭-০২-২০২৬ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে পিওন, এমটিএস, এলডিসি, ড্রাইভার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০২-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে।পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষায় কাজলের পক্ষে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: বলিউড অভিনেত্রী কাজল দেবগন-এর ব্যক্তিত্ব ও প্রচারাধিকারের সুরক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তাঁর নাম, ছবি বা পরিচিতির অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না এবং তাঁর নামে প্রকাশিত অশ্লীল ও পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট অবিলম্বে সরাতে হবে।

বিচারপতি জ্যোতি সিংহের একক বেঞ্চ কাজলের দায়ের করা মামলায় নোটিস জারি করে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান করে। আদালত বিবাদীদের কাজলের অনুমতি ছাড়া তাঁর ছবি বা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

আদালত আরও জানায়, বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজলের নামে প্রচারিত অশালীন ও আপত্তিকর সামগ্রী অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রাথমিকভাবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ব্যক্তিত্বের অপব্যবহার রোধে সুরক্ষা পাওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি আবেদনকারী দেখাতে পেরেছেন।

বিশদ নির্দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বা ডিপফেক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজলের নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর বা অন্য পরিচয়চিহ্ন অপব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

আবেদনে দাবি করা হয়েছিল, তাঁর ছবি-সংবলিত পণ্য অনুমতি ছাড়া বিক্রি এবং ইন্টারনেটে বিকৃত, অশ্লীল ও মানহানিকর কনটেন্ট ছড়ানো হচ্ছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, কোনও সংস্থা তাঁর সম্মতি ছাড়া তাঁর পরিচয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির দায়িত্ব রয়েছে অভিযোগ পেলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার।

ভারত—জাপান প্রযুক্তি অংশীদারিত্ব ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যার খাতে ভারত ও জাপানের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত সম্পর্ক এখন কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং কৌশলগত বন্ধনও দৃঢ় করার একটি নতুন উপাদান হিসেব পেয়েছে।

সেমিকন্ডাক্টর, জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল পাবলিক (ডিপিআই) যখন বিশ্বব্যাপী প্রভাবের প্রকৃতি পরিবর্তন করছে, তখন এই "প্রযুক্তি জোট" অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত ১৫তম ভারত---জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের পর এটা স্পষ্ট যে, এটি আর কেবল বাণিজ্য নয়; এটি একটি মুক্ত এবং উন্মুক্ত ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নির্মাণের বিষয়, ভারত ন্যারেটিভের এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত বিশাল ব্যবহারকারী বেস এবং বিপুল পৌঁছান দেয়, যেখানে জাপান উচ্চমানের উৎপাদন এবং দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। একত্রে তারা একটি প্রতিরোধক গণতান্ত্রিক ভারসাম্য গঠন করছে, যা স্বৈরশাসিত, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল মডেলের বিপরীতে অবস্থান করে।

এই অংশীদারিত্বের শক্তি হলো এর পরিপূরক প্রকৃতি। ভারত ডিজিটাল রূপান্তরের একটি বিশাল প্রমাণ ক্ষেত্র হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। ইন্ডিয়া স্ট্যাক, যা আধার বায়োমেট্রিক পরিচয়, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস এবং নতুন "অ্যাগ্রি-স্ট্যাক" এর লেয়ারিং নিয়ে গঠিত, এক বিলিয়ন মানুষকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সিস্টেমগুলো দেখিয়েছে কিভাবে ডিজিটাল পাবলিক গুডস অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি চালাতে পারে।

নিবন্ধে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে টাটা ইলেকট্রনিক্স ও জাপানের সেমিকন্ডাক্টর জায়ান্ট আরএইচএম কোং, লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগ। এই চুক্তির অধীনে টাটা গ্রুপের আসামে ৩.২ বিলিয়ন (২৭,০০০ কোটি টাকা) খরচে নির্মিত জাগিরোড ফ্যাসিলিটিতে আরএইচএম-এর ভারত ডিজাইন করা অটোমোটিভ-গ্রেড পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বল ও টেস্ট করা হচ্ছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের ইলেকট্রিক যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হবে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারতীয় ওএসএটি সক্ষমতা ও জাপানের প্রিমিয়াম প্রযুক্তি একত্রিত হয়ে ভারতীয় অটোমোবাইল মার্কেটের লিড টাইম কমানো সম্ভব হয়েছে।

যেখানে ভারতের সফটওয়্যার খ্যাতি অস্বীকারযোগ্য, সেখানে হার্ডওয়্যারের ওপর বিদেশী নির্ভরতা ছিল কৌশলগত দুর্বলতা। ২০২০-এর দশকের শুরুর সাপ্লাই চেইন শক শিক্ষা দিয়েছে যে প্রযুক্তি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। জাপানের সেমিকন্ডাক্টর উপকরণ, ফটোরেসিস্ট এবং লিথোগ্রাফি সরঞ্জামের আধিপত্য ভারতকে এ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করছে। ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০-এর মাধ্যমে, যা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাজেটে শুরু হয়েছে, দুই দেশ এমন একটি পারস্পরিক নির্ভরযোগ্য ইকোসিস্টেম তৈরি করছে যেখানে ভারতীয় চিপ ডিজাইন প্রতিভা ও জাপানের শিল্প নেতৃত্ব একত্রিত হচ্ছে।

এছাড়াও, ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম-এর জন্য ৪০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এই তহবিল বিশেষভাবে "মিসিং মিডল" সাপ্লাই চেইনকে লক্ষ্য করছে, যাতে জাপানি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতের ধোলেরা ও সানন্দে নতুন ইলেকট্রনিক্স ক্লাস্টারে বিশেষায়িত উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করতে পারে। এটি কেবল ডিভাইস অ্যাসেম্বল করা নয়; এটি চিপের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অধিকার করাও নিশ্চিত করবে, যা স্মার্ট সিটি থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবকিছুকে চালিত করবে।

3rd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Manu vide No.F.5-1/Auri Ricksahw (Bajaj)/MFSD/2020-21/6174-77 dated 27/11/2020, that while patrolling duty by Sri Bivison Debbarma Fr, I/C of FPU, Manu alongwith his staffs has seized a vehicle (Bajaj Auto Rickshaw) bearing Registration No. Nil, Chassis No.J531357, Eng No. Bajaj E03 from Hospital Road (Manu) area on 22-11-2020 at about 8:30 AM vide his OR No.29/FPU-Manu/2020-21 dated, 22-11-2020 for illegally carried teak sawn timber over 0.083 cum without permission of authority & GP/TP.

AND WHEREAS, Sri Bivison Debbarma Fr checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 0.083 cum teak sawn timber. Then said vehicle (Bajaj Auto Rickshaw) bearing Registration No. Nil, Chassis No.J531357, Eng No. Bajaj E03 was seized by Sri Bivison Debbarma, Fr under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FPU Camp Complex, Manu.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle (Bajaj Auto Rickshaw) bearing Registration No. Nil, Chassis No.J531357, Eng No. Bajaj E03 for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-II/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle (Bajaj Auto Rickshaw) bearing Registration No. Nil, Chassis No.J531357, Eng No. Bajaj E03 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my Seal and signature of this day on 8-1-02-12026.

[Ms. Sangita Aba Khatal, IFS]
[Authorized Officer] District Forest Officer, Dhalai, District Ambassa.

ICA/D-2021/26

শিলং সাংসদ রিকি সিংকনের প্রয়াণে বাজেট অধিবেশন স্থগিত মেঘালয় বিধানসভায়

শিলং, ২০ ফেব্রুয়ারি: শিলং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রিকি এ. জে. সিঙ্কন-এর আকস্মিক প্রয়াণে শুক্রবার দিনের জন্য বাজেট অধিবেশন স্থগিত করল মেঘালয় বিধানসভা।

সকালে তাঁর মৃত্যুর খবরে জরুরি ভিত্তিতে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির (বিএসি) বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পিকার জানান, সরকারের সম্মতিতে এদিনের অধিবেশন মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, শুক্রবারই বাজেট পেশের সূচি ছিল।

স্পিকার বলেন, সংশোধিত আইনসভার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তা সোমবার বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। অনুমোদন মিললে সেদিনই বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন প্রয়াত সাংসদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হবে এবং তার পরেই অধিবেশন মুলতুবি করা হবে বলে জানান স্পিকার।

উল্লেখ্য, শিলংয়ের বর্তমান লোকসভা সাংসদ রিকি এ. জে. সিংকন ১৯ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাওইয়ং ফুটসালে খেলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে মেঘালয়ের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা-সহ একাধিক নেতা ও সংগঠন তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ও সক্রিয় সাংসদ হিসেবে পরিচিত রিকি সিংকন রাজ্য ও উত্তর-পূর্বের নানা বিষয় সংসদে উত্থাপন করতেন। শিলং লোকসভা কেন্দ্রে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সমগ্র রাজ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

জাবালপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পর স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে; মন্ত্রীদের সতর্কবার্তা

জাবালপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — মধ্যপ্রদেশের জাবালপুর জেলার সিহোরা এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়েছে, তবে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে সিহোরা তহশিলের আজাদ চৌক (ওয়ার্ড নং ৫) এলাকায়। চলতি "আরতি" চলাকালীন একটি দুর্গা মাতা মন্দিরে নাশকতার অভিযোগ ওঠে, যার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি এবং পরবর্তী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

জেলা কালেক্টর সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের বিশ্বাস সরাং আইএএনএস-কে বলেন, কোনও ব্যক্তির নিজস্ব হাতে আইন চালানোর অধিকার নেই। যারা ধর্মীয় উগ্রতাবাদ ছড়ানোর চেষ্টা করবে, তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। পুলিশ তদন্ত করছে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাত ৯টার দিকে আরতি চলাকালীন মন্দিরের লাউডস্পিকার থেকে উচ্চ শব্দ বের হচ্ছিল। মন্দিরের ঠিক সামনে একটি মসজিদ রয়েছে এবং একসাথে নামাজ চলছিল। খবর অনুযায়ী, সম্ভবত লাউডস্পিকারের উচ্চতা নিয়ে বিবাদ হয় এবং এক যুবক মন্দিরের গ্রিল ভাঙেন।

এরপর উত্তেজনা বাড়ে, অভিযুক্তকে মারধরের অভিযোগ ওঠে এবং উভয় পক্ষের জনতা রাস্তার দিকে আসে। লাঠি ও পাথর নিয়ে কিছু দুষ্টবৃত্ত রাস্তা জুড়ে হামলা চালায়, যা প্রায় ১০ মিনিট ধরে চলেছিল এবং এলাকা ঘিরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

পুলিশ সিহোরা, খিতাউলি ও গোসালপুর থানা থেকে দ্রুত অভিযান চালায়। শহর জাবালপুর থেকে অতিরিক্ত দল এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

জাবালপুর রেঞ্জের আইজি, ডিআইজি, জেলা কালেক্টর এবং সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ শম্পত উপাধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং পুরো রাত অবস্থান নিয়েছিলেন।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য টিয়ার গ্যাস শেল ও লাঠিচার্জ ব্যবহার করে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে মন্দির ও মসজিদে বড় ধরনের ক্ষতি ঘটেনি, এবং গুরুতর আহতদের খবর পাওয়া যায়নি।

এপর্যন্ত সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও তদন্ত চালিয়ে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রাখছে।

প্রশাসন অনিয়মিত সমাবেশ থেকে বিরত থাকার সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং এলাকাবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। আজাদ চৌক দীর্ঘদিন ধরে সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ মন্দির ও মসজিদ একে অপরের খুব কাছাকাছি। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আর কোনো অশান্তি রিপোর্ট হয়নি।

কর্তৃপক্ষ জনগণকে গুজব এড়াতে এবং শান্তি বজায় রাখতে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেছে। ঘটনার সমস্ত পক্ষ চিহ্নিত করা ও সঠিক ঘটনার ক্রম নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলমান রয়েছে।

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST/VISITING LECTURER

Applications are invited in plain paper along with complete Bio-data for walk -in interview for the engagement of Guest/ Visiting Lecturers for College of Teacher Education, Kumarghat in the Subjects History and Geography.

Candidates are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with an application in a plain paper on 26/02/2026 to the office of the principal, College of Teacher Education (CTE),Kumarghat, Unakoti, Tripura at 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Essential Qualifications:

1. a) At least 55% marks in Master degree level (relaxation of 5% marks in case of SC/ST/PH candidates) in relevant subject and having B.Ed./M.Ed. degree.
b) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D holder candidates.
2. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.
3. Payment of Honorarium and other terms and conditions for the engagement will be made as per Guidelines/norms of the state Government from time to time.
4. No TA/DA will be paid for attending the interview.

Sd/Illegible
Principal-(I/C) & H.O.
CTE, Kumarghat Unakoti, Tripura

ICA/D-2013/26

NIT NO: 48/W/EE/RD-DIV/JRN/2025-26 Dt. 18/02/2026

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 25/02/2026 for 01 (One) no. work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

ICA/C-4435/26

PNIET No.: e-PT- 21 /EE/RDMNP/PNIT(W)/2025-26, Date,19/02/2026.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites Percentage Rate e-Tender in two bid system from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works upto 3.00 P.M of 27/02/2026 for Construction of 2(Two) nos. of Black Top Road under RD Mohanpur Division and tender may likely to be opened on the same day i.e. on 27/02/2026, if possible.

For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Mohanpur Division.

ICA/C-4431/26

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that license is proposed to be offered for settlement of 01 (one) no. of Foreign Liquor Warehouses Within the limits of the Dhalai District for the period of 1st April 2026 to 31st March 2027 (12 months) through e-tender website of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in).

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website (https://tripuratenders.gov.in) and available in the office Notice Board of the Office of the Collector of Excise (DM & Collector), Dhalai District, Jawaharnagar.

Intending tenderer shall addressed to the Collector of Excise, Dhalai District and submit e-tender through the website (https://tripuratenders.gov.in). The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty-one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 19/02/2026.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Dhalai District will be on 11/03/2026 up to 5.30 PM and will be open on next day 12/03/2026, if possible.

Corrigendum/ addendum, if any will be published in due course only on the above website

(Vivek H B IAS)
Collector of Excise
Dhalai District

ICA/C-4423/26

মহারাষ্ট্র: কৃষি উন্নয়নে কার্যকর সমাধান সম্ভব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — দেবেন্দ্র ফডনবিশ শুক্রবার বলেছেন, মহারাষ্ট্র সরকার কৃষি খাতে সমন্বিত সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। এ প্রসঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু স্থিতিশীলতা এবং নারীর ক্ষমতায়নও অন্তর্ভুক্ত।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এআই---এর ব্যবহার শুধুমাত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, এটি জনসমাজের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছাতে হবে।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী কৃষি নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যেমন খাদ্য নিরাপত্তা, অস্থির আবহাওয়া, জলাশয়ের হ্রাস, মাটির ক্ষয়, সরবরাহ শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত এবং বৈশ্বিক বাজারের অস্থিরতা। এমন পরিস্থিতিতে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি মন্তব্য করেন, "অনেক দেশের জন্য কৃষি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর নেতৃত্বে, কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তি সংযুক্তকরণ, সেবা বিতরণ এবং অন্তর্ভুক্তি মূল ফোকাস। "ভারতের প্রায় অর্ধেক জনগণ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু খুব কমেরই জলবায়ু পরিবর্তন, ইনপুট খরচ, বাজার মূল্য এবং আর্থিক তথ্যের সময়োপযোগী অ্যাক্সেস আছে। এআই এগুলো অতিক্রম করতে পারে, আবহাওয়া পরিবর্তন, সেচ, সার সরবরাহ, বাজার ওঠানামা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলা সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে।"

তবে তিনি সতর্ক করেছেন, এআই "যাদুর ছড়ি নয়"। তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এআই মডেল বিশ্বস্ত তথ্য, সুশাসন এবং জবাবদিহিতার উপর ভিত্তি করে হতে হবে। বিশ্বাস ছাড়া কৃষি সম্পর্কিত সেবা কার্যকরভাবে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ফডনবিশ বলেন, প্রযুক্তি কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মহারাষ্ট্রে -মহারাষ্ট্রে মহা-কৃষি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খোলা ও সহযোগিতামূলক ফ্রেমওয়ার্ক, বহু ভাষিক মোবাইল প্ল্যাটফর্ম যা ব্যক্তিগত পরামর্শ, বাজারের আপডেট, জলবায়ু সতর্কতা এবং বিভিন্ন সরকারি স্কিমের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

P'NIET No.:75/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.18/02/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of Bid/Technical bid
1	153/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 24/02/2026	At 4.00 Pm on 24/02/2026 (If Poosible)
2	154/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
3	155/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
4	156/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
5	157/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
6	158/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

ICA/C-4438/26

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 23/02/2026.

TENDER

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repairing and Renovation of 15(Fifteen) Dysfunctional Boys Toilets in 9, 4 and 2 Schools under Rajnagar, B.C. Nagar and Jolaibari RD Blocks in South Tripura District for the year 2025-26.PNIeT No: 233/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 135/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	Rs.2250000.00	Rs. 45000.00	30 days	23/02/2026 up to15:00 Hrs	24/02/2026 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Repairing of Inspector of Schools Office, Sadar, Kunjaban under West Tripura during the year 2025-26.PNIeT No: 234/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeTNo:101/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 203614.00	Rs. 4072.00	30 days	23/02/2026 up to15:00 Hrs	24/02/2026 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	2nd call for Repair of Dysfunctional Girls Toilet at Dharmapur SB,, NetajiparaJB,, Durgapur JB, Dighalbank SB, and Rajbari Girls HS School, Kalacherra Block, DMN MC, North Tripura for the year 2025-26.PNIeT No: 235/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeTNo:98/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 749155.00	Rs. 14983.00	30 days	24/02/2026 up to15:00 Hrs	25/02/2026 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	Renovation of Toilet Block in 34 nos School under Rupaichari Block, sabroom, South Tripura for the year 2025-26 under samagra shiksha Abhiyan Scheme 2nd call for No: 236/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeTNo:133/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	Rs. 5100000.00	Rs. 102000.00	60 days	24/02/2026 up to15:00 Hrs	25/02/2026 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/3310-12

Dated, Agartala the 16/02/2026
Sd/- Illegible
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Comp

ICA/C/4428-26

দিল্লিতে বিজেপি শাসনের এক বছর: স্বাস্থ্যমূল্য, খাদ্য ও কর্মসংস্কৃতিতে পরিবর্তন তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শুক্রবার দিল্লি সরকারের এক বছরের পূর্তি উপলক্ষে শহরে ফলাফল প্রদান, কল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, আমরা যে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছি তা কম কাগজপত্র, বেশি কাজের নীতি অনুসারে হয়েছে। আজ সেই দৃষ্টিভঙ্গি মাটিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দিল্লি সরকার পোস্টার রাজনীতি বা টুইট রাজনীতিতে লিপ্ত নয় --- আমরা শহরের কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তন করেছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা সেই কাজ করি যা পূর্ববর্তী সরকার শুধুই শব্দের মাধ্যমে করত: আমরা সমাধান প্রদান করি। যেখানে আগে ছিল বিলম্ব ও দোষারোপ, সেখানে আমরা দায়িত্ব নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিজেপির জাতীয়তাবাদী নীতি ও প্রধানমন্ত্রী এর মূল মন্ত্র — 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ব্যক্তিগত বা দলীয় লাভ নয়, সেবার উপর ফোকাস রাখে।এক বছরের সম্পূর্ণতার প্রসঙ্গে গুপ্তা বলেন, "আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিল্লির মানুষকে বলতে পারি, আমরা সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছি। আমার রিপোর্ট কার্ড উপস্থাপন করার সময় এই বিস্তারিত প্রতিবেদনের বই সবাইকে পৌঁছে দেওয়া হবে, যেখানে সরকারের মূল সাফল্যগুলি তুলে ধরা হবে।"

তিনি তার সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের বিষয়ে বলেন, বিজেপি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয়া নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দরিদ্রদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। সরকারের প্রথম দিনেই আয়ুষ্মান যোজনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে: এক বছরে ৭ লাখ মানুষ নিবন্ধন করেছেন, এবং আয়ুষ্মান ভারত ও প্রধানমন্ত্রী বয়্যা বর্ধনা যোজনা -এর মাধ্যমে ৩০,০০০-রও বেশি সুবিধাভোগী স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন।

খাদ্য নিরাপত্তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের কল্যাণ দর্শনের আরেকটি মূল নীতি হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তির সবচেয়ে বড় চাহিদা হলো খাদ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'আতল ক্যান্টিন' শুরু করা হয়েছে। আজ ৭০টি আতল ক্যান্টিন কার্যক্রমে রয়েছে, দরিদ্র, আশ্রয়ার্থী এবং শ্রমিকদের জন্য মাত্র ৫-তে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করছে।

তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, দিল্লির মানুষকে ধন্যবাদ জানাই বিজেপিকে শহরে সেবা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। সমস্ত বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ, যাদের বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠিত হয়েছে। দিল্লি এবং দেশের বোনদেরও আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা, যাদের আশীর্বাদ এবং সমর্থন আমার শক্তি ও সাহসকে বজায় রেখেছে।মুখ্যমন্ত্রী সংক্ষেপে বলেন, এক বছর দিল্লির দিক পরিবর্তনের জন্য ছিল, এবং আমি নিশ্চিত করছি, পাঁচ বছর হবে দিল্লির অবস্থা পরিবর্তনের।

এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী মারঘাট ওয়ালে হনুমান বাবা মন্দিরে দর্শন করে আশীর্বাদ নিয়েছেন এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রাসাদ বিতরণ করেছেন, যা কল্যাণ ও সমাজসেবার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

মিজোরামের কৌশলগত সীমান্ত অবস্থান ভারতের ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতিকে শক্তিশালী করছে: গভর্নর

আইজল, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — মিজোরামের গভর্নর জেনারেল (ডঃ) বিজয় কুমার সিং শুক্রবার বলেছেন, মায়ানমারের সঙ্গে পূর্বে এবং বাংলাদেশ সঙ্গে পশ্চিমে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর মিজোরামের কৌশলগত অবস্থান দেশের ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মিজোরাম স্টেটহুড ডে উপলক্ষে গভর্নর বলেন, সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর উদ্বোধনে ৫১.৩৮ কিমি দীর্ঘ বৈরাবি—সাইরাং নতুন রেললাইন, যা আইজলকে প্রথমবারের মতো ভারতের রেলম্যাপে স্থান দিয়েছে। এটি যাত্রী সুবিধা, পণ্য পরিবহন, খরচ-সাশ্রয় এবং পর্যটনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রে বছরে ১৩৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। গভর্নর আরও উল্লেখ করেন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ সিলচর—সাইরাং সরাসরি যাত্রী ট্রেন চালু হওয়ায় আঞ্চলিক সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি মিজোরামের মানুষকে স্টেটহুড ডে উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, “মিজোরামের মানুষকে তাদের স্টেটহুড ডের জন্য শুভেচ্ছা। মিজোরাম তার সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এখানে মানুষের সহযোগিতা ও দয়া অনুপ্রেরণাদায়ক। এই অভিনন্দনের জবাবে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা বলেছেন, রাজ্য সরকার মিজোরামের উন্নয়ন এবং জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গভর্নর স্মরণ করিয়ে দেন, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭-এ মিজোরাম গর্বের সঙ্গে ভারতের ২৩তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা শান্তি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করে। তিনি বলেন, এটি মিজোরাম শান্তি চুক্তি (৩০ জুন ১৯৮৬)-এর সফল বাস্তবায়নের উদাহরণ।

স্টেটহুড অর্জনের পর মিজোরাম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, একই সঙ্গে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রেখেছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এ নীতি আয়োগ মিজোরামকে ‘জিঞ্জার ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া’ ঘোষণা করে। রাজ্যের জৈবিক আদা উৎপাদন, বনজ পণ্য, ঔষধি ও সুগন্ধি উদ্ভিদ, বাঁশ, পাম অয়েল, রাবার এবং অন্যান্য টেকসই খাতে সম্ভাবনা রয়েছে।

মিজোরাম ক্রীড়া পর্যটন প্রচারের জন্য ১৪ ফেব্রুয়ারি আইজল আন্তর্জাতিক হাফ ম্যারাথন সফলভাবে আয়োজন করেছে, যেখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছেন।

গভর্নর আরও বলেন, মিজোরাম দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সামাজিক ঐক্য, অনুকূল জলবায়ু, শুদ্ধতা এবং চমৎকার বায়ু মানের জন্য পরিচিত। রাজ্যের ভদ্র “নো হর্নিং” ট্রাফিক নীতিও দেশব্যাপী প্রশংসিত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইডি জব্দ করলো ৫.১৩ কোটি মূল্যের জমি, রুচি গ্লোবাল লিমিটেডের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায়

ইন্দোর, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — অর্থপাচার মামলায় ইন্দোর উপ-ক্ষেত্র অফিসের নির্দেশনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৫.১৩ কোটি মূল্যের একটি স্থাবর সম্পত্তি জব্দ করেছে। এই জমিটি নীতা শাহরা, যিনি উমেশ শাহরার স্ত্রী, এর নামে আংশিকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযুক্তির কাজ করা হয়েছে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে।

এডি সূত্রে জানানো হয়েছে যে সংযুক্তির আদেশ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি মেসার্স রুচি গ্লোবাল লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের অংশ। এই কোম্পানিটি প্রমোট করেছিলেন প্রয়াত কাইলাশ চন্দ্র শাহরা ও উমেশ শাহরা।

ইডি-এর তদন্ত মূলত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ভ্যাপাম, ভোপাল দ্বারা দায়েরকৃত এফআইআর-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, কোম্পানি এবং তার সহযোগীরা প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট, ১৯৮৮-এর ধারা ১৩(২) ও ১৩(১)(ডি) এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ১৮৬০-এর ধারা ৪২০ ও ১২০-বি অনুসারে অপরাধে জড়িত।

তদন্তে প্রকাশ হয়েছে যে অভিযুক্তরা কৌশলে জাল ও মনিপুলেটেড ডকুমেন্ট ব্যবহার করে ব্যাংক অফ বারোদা (প্রাক্তন দেনা ব্যাংক) নেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্ক কনসোর্টিয়াম থেকে ১৮৮.৩৫ কোটি ব্যাংক ঋণ ও ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকৃত বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না।

এই সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন গ্রুপ কোম্পানি, ঋণ এবং সহযোগী সংস্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্যত্র সরানো হয়। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বহুসংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘুরিয়ে আবার ঋণগ্রহণকারী কোম্পানিতে ফিরিয়ে আনা হয়।

এই নীতিভঙ্গ অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন সম্পত্তি, যার মধ্যে এই সংযুক্ত জমিও রয়েছে, ক্রয় করা হয়েছে।

ইডি- জানিয়েছে, আরও তদন্ত চলমান রয়েছে যাতে অন্য অবৈধ সম্পদ শনাক্ত করা যায় এবং সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে চিহ্নিত করা যায়। প্রাথমিক সংযুক্তির মাধ্যমে এই সম্পদের অপচয় রোধ করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাংক তহবিলের দূর্ণীতি ও কর্পোরেট ফ্রড নিয়ে চলমান তদন্তের এই ঘটনা অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি এপ্রিল থেকে কার্যকর হতে পারে: পিয়ুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল শুক্রবার জানিয়েছেন যে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি সম্ভাব্যভাবে এই বছরের এপ্রিল মাস থেকে কার্যকর হবে। এদিকে, অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তির আইনগত খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনদিনের বৈঠক আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে ভারত ও যুক্তরাজ্য ও ওমানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্ভবত এপ্রিল মাস থেকে কার্যকর হবে, আর নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তি সেপ্টেম্বর মাসে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৭ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করে যে তারা পারস্পরিক এবং লাভজনক বাণিজ্য সংক্রান্ত অস্থায়ী চুক্তির একটি কাঠামোতে পৌঁছেছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ভারতের বৈশ্বিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত, যা ভারতীয় রপ্তানির জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাজারে প্রাধান্যভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে, যা ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যমানের।

চুক্তির অধীনে ব্যাপক শুল্ক পুনর্গঠন, বড় পণ্য শ্রেণিতে শূন্য-শুল্ক প্রবেশাধিকার, উন্নত ডিজিটাল ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং ভারতের কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও অভ্যন্তরীণ শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪ সালে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি ৮৬.৩৫ বিলিয়ন হওয়ায়, এই চুক্তি টেক্সটাইল, চামড়া, রত্ন ও গয়না, কৃষি, যন্ত্রপাতি, হোম ডেকর, ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রযুক্তি-চালিত শিল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়।

চুক্তির অধীনে, ৩০.৯৪ বিলিয়ন মূল্যমানের রপ্তানিতে শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে কমানো হয়েছে, আর ১০.০৩ বিলিয়ন রপ্তানিতে শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে শূন্যে নামানো হয়েছে। এর ফলে ভারতের পণ্যের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্র বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে কম শুল্ক বা সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।

শ্রমনিষ্ঠ টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল রপ্তানিতে শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে কমানো হয়েছে, সিল্কের ক্ষেত্রে শূন্য শতাংশ শুল্ক প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ১১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে ভারতের পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্ত করবে। এছাড়াও যন্ত্রপাতি রপ্তানিতে শুল্ক ১৮ শতাংশে কমানো হয়েছে, যা ৪৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কেটে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

চামড়া ও জুতো খাতেও উল্লেখযোগ্য সুবিধা মিলছে, যা ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাধান্যভিত্তিক সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। শ্রমনিষ্ঠ এই শিল্পে উন্নত বাজার প্রবেশাধিকার উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, বিশেষত এবং উৎপাদন ক্লাস্টারগুলোতে।

বেলডাঙা সহিংসতা: এনআইএ কলকাতা হাইকোর্টে, রাজ্য পুলিশের উপর অভিযোগ মামলার ডায়রি না দেওয়ার

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) — জাতীয় তদন্ত সংস্থা শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছে যাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে বাধ্য করা হয় গত মাসে সংখ্যালঘু-ঘনবসতিপূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সহিংসতার মামলার ডায়রি কেন্দ্রীয় তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে জমা দিতে।

এনআইএ -এর আইনজীবীর দাবি, রাজ্য পুলিশ মামলার ডায়রি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করছে, যদিও সুপ্রিম কোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ, প্রধান বিচারপতি সুর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মল্য বাগচি গত মাসে রাজ্য সরকারের এনআইএ তদন্তের বিরোধিতা করা আবেদন গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতা হাইকোর্ট আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং এটি ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য আসতে পারে।

স্মরণীয়, গত মাসে বেলডাঙায় সহিংসতা শুরু হয় স্থানীয় এক অভিবাসী শ্রমিকের হত্যার গুজবের কারণে। তবে ঝাড়খণ্ড পুলিশ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে এবং শ্রমিকের মৃত্যু আত্মহত্যা হিসেবে উল্লেখ করে।

এরপর, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কলকাতা হাইকোর্টে এনআইএ তদন্তের জন্য আবেদন জানান।

কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিলে, মন্ত্রক এনআইএ -কে তদন্তের অনুমতি দেয় এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত কর্মকর্তারা কাজ শুরু করেন।

এই সময়ে, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এনআইএ তদন্ত স্থগিত করার আবেদন জানায়, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ রাজ্য সরকারের আবেদন গ্রহণ করেনি এবং হস্তক্ষেপ করেনি।

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নাশকতার আগুনে পুড়ল

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, যাতে পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলেন, এই পরিবারের কথা শুনলে ও তাদের অবস্থা দেখলে যে কারও চোখে জল আসবে। মানবিকতার খাতিরে সরকার যেন দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মানহানির মামলায়

● প্রথম পাতার পর

অমিত শাহকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর কথিত মন্তব্যের জেরে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি বিজয় মিশ্র এই মানহানির মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৪ সালের ২৬ জুলাইও তিনি আদালতে হাজিরা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি তারিখে অনুপস্থিত থাকার পর ১৯ জানুয়ারি আদালত তাঁকে ২০ ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। এখন মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে ৯ মার্চ।

অমিত শাহকে ‘ভাষা সন্ত্রাস

● প্রথম পাতার পর

পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিম থেকে প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় এসেছেন। এছাড়াও দিল্লি থেকে ভাষা ও প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরাও অংশ নিচ্ছেন। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন।

সরকারি কাজে হিন্দির ব্যবহার বৃদ্ধি, রাজভাষার কার্যকর প্রয়োগ এবং প্রশাসনিক স্তরে ভাষানীতি বাস্তবায়ন নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

যুবকের চুল কেটে মুখে কালী

● প্রথম পাতার পর

করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে দ্রুত ভিড় জমায় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্ত স্বামী এবং জয়দ্বীপ রায়উভয়কেই আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তবে ঘটনাটির পেছনে প্রকৃত সত্য কী, আদৌ কোনও পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল কিনা, না কি ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এমন ঘটনা ঘটেছেতা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই , তাই অভিযুক্তদের এহেন আচরণের জন্যেও শাস্তি প্রদান করার দাবি স্থানীয়দের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ের এহেন নগ্ন চিত্রে ছি ছি রব উঠেছে সর্বত্র।

হিন্দি আধুনিক ভারতের

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনের এক কার্যকর মাধ্যম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটেছে। রাষ্ট্রসংঘ হোক বা জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন নিজ ভাষায় বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় ভাষার মর্যাদা বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাষ্ট্রসংঘে দেওয়া ঐতিহাসিক হিন্দি ভাষণের স্মৃতিও রোমন্থন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের জনগণও হিন্দির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রেও হিন্দির সাহিত্যচর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং প্রযুক্তি বিজ্ঞান ন্যায়বিচার ও প্রশাসনের শক্ত ভিত হওয়া প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজভাষাকে নিয়ে সারা দেশকে একযোগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই ভাষার মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটা মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠে, যার মাহাত্ম্য অনেক। এই প্রয়াসে হিন্দির ভূমিকা সবসময় উল্লেখযোগ্য। আমি মনে করি সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সমস্ত নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে সবাই সমান সুযোগ সুবিধা লাভে সমর্থ হন। ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের দেশ। হিন্দি বিশ্বের সবচেয়ে বড় লোকতন্ত্র ভাষা। আর বিবিধতার মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসে। স্বাধীন স্থানীয় ভাষার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রভাষা হিন্দির প্রসার ঘটাতে হবে। হিন্দি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম তৃতীয় ভাষা যার মাধ্যমে কথা বলা হয়। ভাষার মূল লক্ষ্য মানুষকে সংযুক্ত করা, বিভক্ত করা নয়। এটি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং উত্তর পূর্বের চিন্তাভাবনাও। জাতীয় ভাষাকে প্রসার করা উচিত এবং এর সাথে স্থানীয় ভাষাগুলিরও উন্নতি করা উচিত। কারণ এটা আমাদের দেশের শক্তিও।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতের জাগরণের স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছে। ইংরেজিতে, প্রায় ১০, ০০০ শব্দ রয়েছে, যেখানে হিন্দিতে ২.৫ লক্ষের বেশি শব্দ রয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অধীনে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাতৃভাষাকে স্কুলে পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনেক স্কুলে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাও দেওয়া হয়। স্থানীয় ভাষা আমাদের পরিচয় ও প্রাণ। ত্রিপুরায় হিন্দি বলার প্রচলন বেড়েছে। হিন্দিভাষী এবং হিন্দি জানা লোকের সংখ্যাও বেড়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরো বলেন, ভারত এক বিশাল ভাষাগত বৈচিত্র্যের দেশ এবং হিন্দি ভাষা হলো সেই বৈচিত্র্যকে একসূত্রে বাঁধার এক অনন্য শক্তিশালী মাধ্যম। আঞ্চলিক ভাষার স্বকীয়তা বজায় রেখে হিন্দির জয়যাত্রা এই দর্শনই হলো ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রাণ শক্তি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হিন্দির প্রসার আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব কমায় না বরং স্থানীয় ভাষা ও হিন্দি দুটির সহাবস্থানই জাতীয় ঐক্যের শক্ত ভিত্তি। রাজ্যের বর্তমান সরকারও আঞ্চলিক ও জনজাতির ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে আন্তরিক। হিন্দি ভাষার শব্দভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একটি ভাব প্রকাশের জন্য শত শত শব্দ বিদ্যমান। সংস্কৃতের ঐশ্বর্যপূর্ণ শব্দভান্ডার ও নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা হিন্দিকে সমৃদ্ধ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাষার উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা, বিভক্ত করা নয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাষ্ট্রভাষার ব্যবহারকে আরও কার্যকর করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষ সহায়ক হবে। নতুন প্রেরণা ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিদের ত্রিপুরার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সম্মেলনের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বন্দি সঞ্জয় কুমার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ রাজভাষা বিভাগের সচিব অংশুলি আর্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিলন রাণী জমাতিয়া সহ অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ আধিকারিকগণ।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিকগণ, পিএসইউ, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা সহ ৩ হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রাজভাষা সম্মেলনে দেশের পূর্ব অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৮টি রাজ্য এবং উত্তর অঞ্চলের উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ থেকে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

গভীর রাতে আগুনে পুড়ল ঘর, প্রাণে বাঁচলেন জুমিয়া দম্পতি

● প্রথম পাতার পর

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, আসবাবপত্রসহ যাবতীয় সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর প্রাথমিক চেষ্টা চালালেও তা কার্যত ব্যর্থ হয়। পরে খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে জুমিয়া পরিবারটি কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

কী কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট, চুলোর আগুন বা অন্য কোনও কারণসবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আকস্মিক এই বিপর্যয়ে পরিবারটি গভীর দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হারিয়ে বর্তমানে তারা চরম অনিশ্চয়তার মুখে। এলাকাবাসীর দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনের দ্রুত আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

আগরতলায় রাজভাষা সম্মেলনে

● প্রথম পাতার পর

সবথেকে ভাল বোঝানো যায়। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা তাদের মাতৃ ভাষাতেই দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে।

গৃহমন্ত্রীর দাবি, দেশে ২০০০-রও বেশি ভাষা দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বহু ভাষার নির্দিষ্ট লিপি না থাকায় সেগুলির সংরক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে নাগরী লিপি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি। নীতি-নির্ধারণ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাজভাষা এবং স্থানীয় ভাষার গুরুত্ব অপরিসীমএ কথা উল্লেখ করে ভাষার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

হিন্দি ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। তবে হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; বরং “একই মায়ের দুই বোন”-এর মতো সম্পর্ক। তাঁর কথায়, হিন্দির বিকাশ হলে অন্যান্য ভাষারও প্রসার সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে স্বভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দির মাধ্যমে যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে, যা জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ তুলে গৃহমন্ত্রী জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চল এখন বিবাদের জায়গার পরিবর্তে বিকাশের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বাস করেন। এখানে আটটি রাজ্যে ২০০-রও বেশি ভাষা, ১৬০টি জনজাতি, প্রায় ৫০টি ভিন্ন উৎসব এবং ৩০-রও বেশি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যশৈলী বিদ্যমান। এই অঞ্চলের ৩০টি নৃত্য শৈলী ভারত বিখ্যাত হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলেরই শচীন দেববর্মণ, রাহুল দেববর্মণ, ড. ভূপেন হাজারিকা, জুবিন গর্গ, ডেনি ডেংজংপা হিন্দি ভাষার মাধ্যমেই ভারত বিখ্যাত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রামমোহন রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি আর আম্বেদকর, রাজা গোপালাচারি তাদের অবদানের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশ নির্মাণে ও নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রভাষা ও স্থানীয় ভাষা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাষ্ট্র ভাষার আরও প্রচার ও প্রসারের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানান। রাজভাষা সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান।

তিনি আরো বলেন, একসময় যে অঞ্চল সন্ত্রাসের কারণে পরিচিত ছিল, গত দশ বছরে বিভিন্ন শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের তৎপরতা চালাত। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সাথে ২১টি সমঝোতা হয়েছে তাতে প্রায় ১১ হাজার যুবক অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তির পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন পর্যটনের বিরাট সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ছে। বর্তমানে রাজভাষা সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে আয়োজন সম্ভব হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়াও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেন গৃহমন্ত্রী। তাঁর মতে, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। পরিবারেও সন্তানদের মাতৃভাষায় পড়াশোনায় উৎসাহিত করার আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে তিনি ভাষার সংরক্ষণ, বিকাশ ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে রাজভাষা ও স্থানীয় ভাষাকে আরও শক্তিশালী করার ডাক দেন।

সন্তানরা যে ভাষাতেই পড়াশোনা করুক বাড়ি ঘরে তাদের সঙ্গে মাতৃ ভাষাতেই কথা বলতে হবে। তাদের মাতৃভাষা লিখতে, পড়তে শেখাতে হবে। মাতৃভাষা না জানলে তারা নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হবে। হাঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর হলে আয়োজিত পূর্ব, উত্তরপূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলনের উদ্বোধন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিভাবকদের প্রতি এই আহ্বান জানান।

এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বানডি সঞ্জয় কুমার। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ কৃতিদেবী সিং দেববর্মণ, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বানডি সঞ্জয় কুমার বলেন, রাজভাষা ভারতীয় আদর্শকে এক সূত্রে বেঁধেছে। রাজভাষা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারি কাজেও রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। যা সহজ ও সবার কাছে গ্রহণ যোগ্য। তিনি বলেন, হিন্দি ভাষা দেশ বিদেশে থাকা কোটি কোটি ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। তবে সবাইকেই তার মাতৃভাষা শিখতে হবে এবং সব ভাষাকে সম্মান জানাতে হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি ভাষাকে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই আয়োজন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নাগাল্যান্ডের নাগরি লিপি পরিষদের অধিকর্তা ড. বি পি ফিলিপ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি অধ্যাপিকা প্রফেসর মিলন রাণী জমাতিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় রাজভাষা বিভাগের সচিব অংশুলী আর্য। অনুষ্ঠান শুরুর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইন্ডোর হল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সংস্থা, ব্যাংক এর স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য ক্ষেত্রীয় রাজভাষা পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। তাছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় রাজভাষা বিভাগ প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন।

আজ বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে পৌছালে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এবং এসপি নমিত পাঠক। আজ রাতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য ত্যাগ করেন। এমবিবি বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বিদায় জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ কৃতিদেবী সিং দেববর্মণ, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এবং এসপি নমিত পাঠক।

ক্রীড়াঙ্গন

আগরতলা প্রেসক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাব -এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট ২০২৬ আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার ভোলাগিরি মাঠে সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নক-আউট ভিত্তিক টি-১০ ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে চারটি দল আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাব ইয়েলো টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাব গ্রীন টিম এবং আগরতলা প্রেস ক্লাব রেড টিম। মোট ৬৪ জন সাংবাদিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের পাশাপাশি ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট বোলার ও বেস্ট ফিল্ডারকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায় কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি ও আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানান আহ্বায়ক ও সহ-সম্পাদক অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ ও আগরতলা স্পোর্টস সাব-কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জন রায়, যুগ্ম আহ্বায়ক সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সদস্য চন্দ্রিমা সিরকার। তাঁরা জানান, টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক রমাকান্ত দে। এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য-সদস্যা বৃন্দ এবং প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অলক সাহা ও শ্যামল দাস প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।আগরতলা প্রেস ক্লাব ইয়েলো টিম: অধিনায়ক: মেঘধন দেব, খেলোয়াড়বৃন্দ: দিব্যেন্দু দে, মিল্টন ধর, রবিন কলৈই, অনুপম শর্মা, শুভঙ্কর দাস, সুমিত সিংহ, অর্পণ দে, সৌরভ মোদক, বিশ্বজিৎ দে, বিজয় সিংহ রায়, প্রীতম সরকার, সুমন গন, সুব্রত দে, তপস দেব, নিতাই দে। ম্যানেজার: স্বরূপা নাহা। আগরতলা প্রেস ক্লাব গ্রীন টিম

অধিনায়ক: বিশ্বজিৎ দেবনাথ, খেলোয়াড়বৃন্দ: জাকির হোসেন, ভাস্করজ্যোতি দত্ত, সুমন ঘোষ, অভিষেক দেববর্মা, সুজিত আচারা্য, জয়ন্ত দে, বিষ্ণুপদ বণিক, প্রসান্ত দে, সানি সাহা, পার্থসারথি দেব, অনিমেষ শর্মা, সুপ্রভাত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দাস, অলক চৌধুরী, প্রশান্ত কর্মকার, ম্যানেজার: সুশ্মিতা রায় সেন।

স্টেট গেমসের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় চূড়ান্ত প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস ২০২৬ আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮ টি ইভেন্ট নিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা। আগামী ২২ শে ফেব্রুয়ারি দুপুর এক টায় বাধারঘাট দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলছে।ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী জনগণের কাছে বিনম্র আবেদন উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি যে সমস্ত ক্রীড়া প্রাঙ্গনে বিভিন্ন খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে সেখানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদান করার মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অর্গানাইজিং কমিটির সেক্রেটারি সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু টিম

অধিনায়ক: বাপন দাস,

খেলোয়াড়বৃন্দ: প্রণব শীল, সুব্রত দেবনাথ, অভিষেক দে, কিঙ্কর শীল, পাপন দাস, অঞ্জন দেব, সুব্রত দেবনাথ (টিভি), দেবাশিস বোস, রাজেশ রায়, রাকেশ সাহা, রাহুল চৌধুরী, শান্তনু পাল, সমীর সাহা, রাজীব বণিক, সন্তোষ গোপ, ম্যানেজার চন্দ্রিমা সিরকার।

আগরতলা প্রেস ক্লাব রেড টিম: অধিনায়ক: সিশান চক্রবর্তী, খেলোয়াড়বৃন্দ: প্রসেনজিৎ সাহা, অমিত দেববর্মা, কৃষ্ণানু দেববর্মা, বিপ্লব বিশ্বাস, অভিজিৎ মজুমদার, বিপ্লব চন্দ, প্রিয়তোষ চক্রবর্তী, নন্দন চক্রবর্তী, প্রবীর দেববর্মা, রাজেশ ঘোষ, শান্তনু বণিক, প্রসান্ত দেবরায়, স্বপন মিয়া, অরিন্দম চক্রবর্তী, নারায়ণ শীল, ম্যানেজার: শতাব্দী দেবনাথ। আগরতলা প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগ সাংবাদিক মহলে ক্রীড়া চেতনা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন উদ্যোক্তারা। সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সুপার এইটে খেলবেন অভিষেক শর্মা? মুখ খুললেন ভারতীয় কোচ

রবিবার সুপার এইটের লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন সূর্যকুমার যাদবরা। তার আগে একাধিক মাথাব্যথার কারণ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। বিশ্রী ফিল্ডিং, ক্যাচ মিস, স্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্বলতার সঙ্গে জুড়েছে অভিষেক শর্মার ফর্ম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যিনি এখনও পর্যন্ত রানের মুখ দেখেননি। কৌতূহলীদের প্রশ্ন, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে কি খেলবেন বাঁহাতি তারকা ওপেনার? নাকি তাঁর জায়গায় খেলবেন সঞ্জু স্যামসন? মুখ খুললেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল।

তিনি বলেন, "নেটে খুবই পরিশ্রম করছে অভিষেক। দল ওর পাশে রয়েছে। আমরা এখন বিশ্বকাপের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত যে, ও ফর্ম ফিরে পাবে। দর্শকদের ও বিনোদিত করবে, তা আমরাও দেখতে ভালোবাসি।" পেস হোক কিংবা স্পিন, এই বিশ্বকাপে বারবার সমস্যায় পড়েছেন অভিষেক। পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে স্পিনে পরাস্ত হলেও আমেরিকার বিরুদ্ধে পেসারের বলে তিনি বোল্ড হন। তবে দল যে অভিষেকের ফর্ম নিয়ে চিন্তায় নেই, সে কথা বলেছেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ। তাই ধরেই নেওয়া যায়, রোববারের ম্যাচে ওপেনিংয়ে ঈশানের সঙ্গে নামবেন অভিষেক।

শেষ আট ইনিংসে পাঁচবার শূন্যে আউট হয়েছেন অভিষেক। শেষ আটটি টি-টোয়েন্টিতে তাঁর স্কোর ৮৪, ০, ৬৮*, ০, ৩০, ০, ০, ০। সুপার এইটে নামার আগে তাঁর আত্মবিশ্বাস যে অনেকটাই তলানিতে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে কেবল অভিষেকের ফর্ম নয়, ভারতের বড় চিন্তা ফিল্ডিং। এশিয়া কাপ থেকে ফিল্ডিং মিসের এই নয়া রোগ ধরেছে ভারতকে। সঙ্গে দোসর ক্যাচ মিসও। এর গেরো থেকে মুক্তি পেতে ভারতীয় দল যে পরিশ্রম করছে, সে কথাও বলেন মর্কেল। উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচে ৯টি ক্যাচ ছেড়ে দিয়েছে ভারতীয় দল। বুধবার রাতে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও দু'টি ক্যাচ ছেড়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা। ডাচরা যে ভারতের বিরুদ্ধে ১৭৬ রান তুলে দিল, সেটার মূল কারণও ওই ফিল্ডিং মিস।

বিষয় হল, টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মর্নির ভাই অ্যালবি মর্কেল এখন প্রোটিয়া দলের মেন্টর। ভাইয়ের দলের বিপক্ষেই সুপার এইটের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। এতে ধর্মসংকটে পড়েছে মর্কেল পরিবার। কাকে সমর্থন করবেন, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না তাঁরা। জানা গেল, ভাইয়ের সঙ্গে আপাতত কথা বলছেন না ভারতীয় কোচ। "আমি ওকে বাইরে দেখেছি। কিন্তু মুম্বইয়ে আমাদের ওয়ার্ম আপ ম্যাচের পর আমরা খুব বেশি কথা বলছি না। আজ ওকে এখানে দেখলাম। ব্যস এটুকুই।" উল্লেখ্য, সেই ম্যাচে ৩০ রানে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তবে পিচ নিয়ে এখনও ঘেঁটে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। "চ্যালেঞ্জিং পিচে যে খেলতে হচ্ছে আমাদের। বোলাররাও সাহায্য পাচ্ছে, সেটাও একটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু আমরা এই পিচে ১৯০ করছি।" মনে করিয়ে দেওয়া যাক, আহমেদাবাদের মাঠেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল ভারত।

খেলতে নয়, জিততে এসেছি! সুপার এইটে নামার আগে ভারতকে হুঁশিয়ারি দুই প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবোয়ের

সুপার এইটে তাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই যে সহজ হবে না, তা স্পষ্ট করে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে। দুই দলেরই দাবি, তারা বিশ্বকাপে অংশ নিতে নয়, জেতার লক্ষ্যেই নেমেছে। তাই সুপার এইটে খেলতে নামার আগে ভারতকে সতর্ক করল তারা।

গ্রুপ সি-তে চার ম্যাচের সবগুলিতেই জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইডেনে শেষ ম্যাচে ইটালিকে হারিয়ে অধিনায়ক শাই হোপ জানিয়েছেন, তাঁর দল বদলে গিয়েছে। এই দল আগ্রাসনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও ব্যবহার করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ মানেই যে শুধু বিধ্বংসী ক্রিকেট, তা এখন আর নয়। তারা এখন একটা দল হিসাবে খেলছে। হোপ বলেন, "আমাদের দলে সকলেই জানে কার কী ভূমিকা। আমরা শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিকেও কাজে লাগাচ্ছি। ফলে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় বড় দলের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে পড়লে সব শেষ। আমরা সেটা চাইছি না।"

সুপার এইটে বড় প্রতিপক্ষ ভারত। সূর্যকুমার যাদবদের দেশের মাটিতে হারানো যে কঠিন তা জানেন হোপ। কিন্তু লড়াই ছাড়বেন না তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক বলেন, "ভারত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওরা ভাল ফর্মে আছে। কিন্তু আমাদের দল আর আগের মতো নয়। খুব যে কিছু বদলেছে তা বলছি না। কিন্তু এখন সকলে জানে, মাঠে নেমে কী করতে হবে। সেই ভাবেই আমরা খেলছি। এ বার আমরা খেলতে নয়, জিততে এসেছি।" একই কথা শোনা গিয়েছে জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকন্দর রাজার গলাতেও। যে গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো দল রয়েছে, সেই গ্রুপের শীর্ষে শেষ করেছে জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা, দু'দলকেই হারিয়েছে তারা। অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দিয়ে তাদের জায়গায় সুপার এইটে উঠেছে। নিজেরে 'আন্ডারডগ'-ই ভাবতে চান সিকন্দর। তাতে তাঁদের উপর চাপ অনেক কমে যায় বলে জানিয়েছেন তিনি।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে উঠে সিকন্দর বলেন, "আমরা একটা করে ম্যাচ ধরে এগোচ্ছি। কে বলতে পারে, সুপার এইটে তিনটে ম্যাচের মধ্যে দুটো জিতে যেতেও পারি। তার পর যা খুশি হতে পারে। সকলেই আন্ডারডগের গল্প ভালবাসে। আমরা আন্ডারডগ হিসাবেই খেলতে চাই।"

প্রতিপক্ষ বা টসের দিকে না তাকিয়ে শুধু নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবছেন সিকন্দর। তিনি বলেন, "বিশ্বকাপে তো কঠিন প্রতিপক্ষ থাকবেই। আর টস আমাদের হাতে নেই। তাই দলের সকলকে বলেছি, এ সব না ভেবে নিজেদের খেলা নিয়ে ভাবতে। আমাদের বিশ্বাস, নিজেদের সেরাটা দিলে যে কোনও দিন যে কোনও দলকে আমরা হারাতে পারি। জানি আমাদের গ্রুপে ভারতের মতো কঠিন দল আছে। তবে ভয় পাচ্ছি না। জেতাটাই আমাদের লক্ষ্য।"বিশ্বকাপের সুপার এইটে ভারতের গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২২ ফেব্রুয়ারি অহমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ও ১ মার্চ কলকাতার ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার আগে দুই প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সতর্ক করলেন সূর্যদের।

নকভির উস্কানিতেই ভারতে খেলতে চায়নি বাংলাদেশ! বিশ্বকাপের মাঝে বিসিবির প্রাক্তন কর্তার দাবি ঘিরে বিতর্ক

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না থেকেও রয়েছে। ভারতে খেলতে আসতে না চাওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে। এত দিন ধরে বাংলাদেশ দাবি করছিল, নিরাপত্তার কারণেই ভারতে খেলতে আসতে চায়নি তারা। এ বার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সচিব তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রাক্তন সিইও সৈয়দ আশরাফুল হক নতুন দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভির উস্কানিতেই সব হয়েছে।

'রেভস্পোর্টস'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আশরাফুল জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে ভারতে খেলতে না আসার বিষয়ে উস্কেছিলেন নকভি। আশরাফুল বলেন, "ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে আমি সততা ও দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বর্তমান প্রধান মহসিন নকভির কথায় বাচ্চা ছেলের মতো প্রভাবিত হয়েছিলেন আমিনুল ইসলাম। নকভিও ওঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত চালিয়ে যেতে বলেছিল। শেষ পর্যন্ত কী হল? দিনের শেষে কে জিতল?"

আশরাফুলের মতে, বাংলাদেশ সরকার ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি। সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ভারতের। এই সিরিজ আগেও এক বার স্থগিত হয়েছে। যদি ভারত বাংলাদেশে খেলতে না যায়, তা হলে বাংলাদেশ ক্রিকেটের বড় ক্ষতি হবে বলে দাবি করেছেন আশরাফুল। তিনি বলেন, "আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি যে, সেই সময় ক্রীড়া উপদেষ্টার কথায় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা ঠিক ছিল না। মুস্তাফিজর রহমানকে আইপিএলে খেলতে দেওয়া হয়নি বলে এত বড় সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি নেই। ভারত যদি সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফরে না আসে তো বাংলাদেশের ক্রিকেট ৫-১০ বছর পিছিয়ে যাবে। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব, ভারতকে রাজি করিয়ে খেলতে নিয়ে আসা। আশা করছি সেই দৃশ্যই দেখতে পাব।"

মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার ও সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড দাবি করে, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না তারা। যদি তাদের খেলা শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা হয়, তা হলে তারা খেলবে। সেই দাবি মানেনি আইসিসি। পাকিস্তান ছাড়া আর কোনও দেশের ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পাশে ছিল না। তার পরেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল বাংলাদেশ। তাই তাদের সরিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করে আইসিসি।পরে পাকিস্তান আরও একটি নাটক করে। সে দেশের সরকার জানিয়ে দেয়, বিশ্বকাপে খেললেও ভারত-ম্যাচ খেলবে না তারা। আট দিন ধরে এই নাটক চলে। পরে আইসিসি, সম্প্রচারকারী সংস্থা ও বেশ কয়েকটি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের চাপে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে পাকিস্তান। সেই সময় নকভি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি আমিনুলও নকভিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এ বার এক নতুন দাবি করলেন আশরাফুল। নকভিই নাকি উস্কেছিলেন আমিনুলকে।

এবার 'পাকিস্তান বয়কট' ভারতীয়দের, বিদেশ থেকে বাবর-শাহিনদের কোটি টাকা কামানোর পথ বন্ধ!

আইপিএলের দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার অন্যান ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থেকেও বয়কট করা হতে পারে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডের টি-২০ লিগ দ্য হান্ড্রেডে পাক ক্রিকেটারদের কিনবে না ভারতীয় মালিকানাধীন দলগুলি। বিশ্বকাপের পরেই হান্ড্রেডের নিলাম রয়েছে। গত মরশুমগুলির তুলনায় এবার নিলামে দলগুলির পার্সের পরিমাণ বাড়ানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেই অর্থ পাক ক্রিকেটারদের জন্য ঢালতে নারাজ দলগুলি।

আগামী ২১ জুলাই থেকে শুরু হবে হান্ড্রেড লিগ। ইংল্যান্ডের টি-২০ লিগে রয়েছে আইপিএলের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের মালিকানায় অংশীদারিত্ব পেয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএসজি গ্রুপ। ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে পার্টনারশিপে টিম চালাবে তারা। এছাড়াও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শেয়ার রয়েছে ওভাল ইনভিনসিবলসে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের শেয়ার রয়েছে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সে এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের শেয়ার রয়েছে সাদার্ন ব্রেভ দলে। অর্থাৎ আট দলের মধ্যে চারটিতেই রয়েছে ভারতীয় মালিকানা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইসিবি আধিকারিক জানিয়েছেন, যেসমস্ত টিমের সঙ্গে আইপিএলের যোগ রয়েছে তারা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিয়ে আগ্রহ দেখাবে না। কেবল হান্ড্রেড নয়, বিশ্বের সমস্ত টি-২০ লিগেই আইপিএলের মালিকানা থাকা দলগুলির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এই অলিখিত নিয়ম। পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারকে কেনে না এই দলগুলি। যদিও ইসিবির তরফ থেকে সরকারিভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে কোনও ক্রিকেটারের প্রতি যেন বৈষম্যমূলক আচরণ না হয়। তবে আইপিএল মালিকানাধীন দলগুলি পাক বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরবে না বলেই অনুমান।

উল্লেখ্য, একাধিক পাক ক্রিকেটার খেলেছেন হান্ড্রেডে। সেই তালিকায় রয়েছেন ইমাদ ওয়াসিম, মহম্মদ আমির, শাহিন আফ্রিদি, শাদাব খান, হ্যারিস রউফরা। তবে পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটারদের কেউই হান্ড্রেডে খেলেননি। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকার ছ৬২০ লিগে পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারকে দেখা যায়নি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর লিগেও আইপিএলের দলগুলি পাক ক্রিকেটারকে সই করায়নি। সেই বয়কটের ধারা বিলেতভূমেও অব্যাহত থাকবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

সুপার এইটে বৈষম্য! গ্রুপ, সূচি নিয়ে সমালোচিত আইসিসি

সুপার এইটের সূচি প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার থেকে শুরু এই পর্ব। তার আগে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচিত হচ্ছে আইসিসি। যে ভাবে তারা প্রতিযোগিতার আগে থেকেই বিভিন্ন দলকে বাছাই করে রেখেছিল, তার জেরে সুপার এইটের গ্রুপ দু'টিতে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। সেমিফাইনালের আগেই ছিটকে যেতে হবে গ্রুপে সেরা হওয়া দু'টি দেশকে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে আইসিসি আটটি দলকে আগে থেকেই বাছাই করে রেখেছিল। অর্থাৎ তারা সুপার এইটের যোগ্যতা অর্জন করলে কে কোন গ্রুপে যাবে তা ঠিক ছিল আগে থেকেই। আইসিসি নির্দিষ্ট স্লট (যেমন এ১, বি১, সি১, ডি১) ঠিক করে রেখেছিল নির্দিষ্ট দলের জন্য।

ফলে সুপার এইটে গ্রুপ ১-এ যারা রয়েছে, তারা প্রত্যেকে নিজেদের গ্রুপে জিতেছে। গ্রুপ ২-এ যারা আছে, তারা প্রত্যেকে গ্রুপে রানার্স হয়েছে। ভারতের গ্রুপে প্রত্যেকে সেরা হয়েছে। ফলে সেমিফাইনালের আগে দু'টি গ্রুপ সেরা দল ছিটকে যাবে। অন্য দিকে, দ্বিতীয় হওয়া দলের কাছেও সহজেই ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বাছাই পর্বের কারণে ভাল খেলা দল আলাদা করে কোনও প্রাধান্যই পাচ্ছে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের গ্রুপে জিতেছে। কিন্তু তারা বাছাই হিসাবে নিউ জিল্যান্ডের নীচে। ফলে সেরা আটটি দল নিশ্চিত হয়ে গেলে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচগুলি নিয়ে কারও কোনও আগ্রহই থাকে না। আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। শ্রীলঙ্কা এখনও পর্যন্ত নিজেদের দেশে খেলেছে। কিন্তু সুপার এইটের সূচি অনুযায়ী তারা সেমিফাইনালে উঠলে খেলতে হবে ভারতে।

আইসিসি অবশ্য যুক্তি দিয়েছে নিজেদের মতো। তাদের দাবি, সাংগঠনিক সমস্যার কারণেই এমন করা হয়েছে। মাঠ এবং সূচি নির্দিষ্ট করতে আগে থেকে দল বাছাই করে রাখা জরুরি ছিল।

ফুটবল মাঠে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে কড়া শাস্তি! ভিনিসিয়াস-বিতর্কে নতুন আইনের ভাবনা ফিফার

ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের অভিযোগ ঘিরে আবার উত্তাল বিশ্বফুটবল। এই পরিস্থিতিতে ফিফা জানিয়েছে, ফুটবল মাঠে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। নতুন আইন নিয়ে আসার ভাবনা তাদের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বেনফিকার উইঙ্গার জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নি রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলার ভিনিয়াসের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে 'স্কাই স্পোর্টস নিউজ' জানিয়েছে, ফিফা আধিকারিকেরা নতুন ভাবনা চিন্তা করছেন। তাঁরা একটি আইন আনতে চান। তাকে 'প্রেসতিয়ান্নি আইন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ, ভিনিসিয়াসের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করার সময় জার্সি টেনে মুখ ঢেকে ফেলেছিলেন প্রেসতিয়ান্নি। ফুটবল মাঠে একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢাকার অভ্যাস ফুটবলারদের রয়েছে। তাঁরা ঠিক কী বলছেন, সেটা যাতে ক্যামেরায় ধরা না পড়ে তার জন্যই এই কাজ করেন ফুটবলারেরা। কিন্তু তার পরেও যাতে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করলে শাস্তি দেওয়া যায়, তার জন্য এই নতুন আইন নিয়ে আসার ভাবনা চলছে।জানা গিয়েছে, বিষয়টি ফিফার 'প্লেয়ার্স ভয়েস কমিটি' আলোচনা করবে। ফুটবলে নিয়ম বদলের ক্ষেত্রে বা নতুন নিয়ম আনার ক্ষেত্রে এই কমিটি ফিফাকে পরামর্শ দেয়। সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা হবে যে মুখ ঢেকে প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করলে বা অশালীন কথা বললে তাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে কি না। তবে যত দূর খবর, এই কমিটি কড়া আইন নিয়ে আসার পক্ষে।ইতিমধ্যেই ভিনিসিয়াস-বিতর্কে উয়েফার কাছে একাধিক তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যা ঘটেছে তার নিন্দা করেছেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি বলেন, "ভিনিসিয়াসকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করার ঘটনায় আমি দুঃখিত। আমাদের খেলা ও সমাজে বর্ণবিদ্বেষের স্থান নেই। আমাদের কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।" তার পরেই এই নতুন আইন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ ফাইনাল, মহিলাদের রাইজিং এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ট্রফির লড়াইয়ে রাধারা

মেয়েদের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে গেল ভারত। বুধবার ব্যাংককে তারা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে পাঁচ উইকেটে। রাধা যাদবের অলরাউন্ড দক্ষতায় ভর করে ৩৯ বল বাকি থাকতেই ১১৯ রান তাড়া করে জিতেছে তারা। রবিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে ভারত। অপর সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ৫৪ রানে হারিয়েছে পাকিস্তানকে।

শুক্রবার প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। ১৯.৪ ওভারে ১১৮ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে অস্ট্রেলিয়ার কেউই দাঁড়াতে পারেননি। ৩৫ বলে ৩১ করেন সঞ্জনা কাবিন্দি। ২২ রান করেছেন শশীনি গিমহানি। জুটি গড়তে না পারার কারণে তাদের বড় রান ওঠার সম্ভাবনা বার বার থমকে যায়।

বল হাতে রাধা সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। তিনি ৩.৪ ওভারে ১৯ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর বাঁ হাতি স্পিনে শ্রীলঙ্কার মিডল এবং লোয়ার অর্ডার ধসে যায়। শেষের দিকের ওভারে প্রায় রানই ওঠেনি। রাধার পাশে দাঁড়ান প্রেমা রাওয়াত। তিনি চার ওভারে ৯ রানে ২ উইকেট নেন। তনুজা কাঁওয়ারও দু'টি উইকেট নিয়েছেন।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই নন্দিনী কাশ্যপকে হারায় ভারত। তবে পাল্টা আক্রমণ করেন দীনেশ বৃন্দা। আটটি চারের সাহায্যে ২০ বলে ৪২ রান তুলে দেন। অনুষ্কা শর্মা করেন ২৭ রান। শ্রীলঙ্কার গিমহানির জোড়া উইকেটে কিছুটা রানের গতি কমে। তবে ব্যাট হাতে রাধা এগিয়ে আসেন। ১৮ বলে অপরাজিত ৩১ রান করে দলকে জিতিয়ে দেন। সাতটি চার মেরেছেন রাধা।

অপর সেমিফাইনালে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ১১০/৮ তোলে। অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন অপরাজিত থাকেন ৪০ রানে। জবাবে মাত্র ৫৬ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান। ৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে শেষ করে দেন সঞ্জিদা আখতার মেঘলা।

জাতীয় ক্যাম্পে উত্তর-পূর্বের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব গৌরবের নজির গড়ল ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন এনসিসি এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা ও পিপিং সেরিমনির আয়োজন করে তাদের কৃতী ক্যাডেট এবং সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসারদের (এএনও) সম্মানিত করেছে। ২০২৫ ও ২০২৬ প্রশিক্ষণ বর্ষে ব্যাটালিয়নের অসামান্য সাফল্য উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমান্ডিং অফিসার (সিও), যিনি ইউনিটের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ছয়জন কৃতী ক্যাডেটকে সংবর্ধনা, যারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রিজিয়ন ডিরেক্টরেটের প্রতিনিধিত্ব করে মর্যাদাপূর্ণ রিপাবলিক ডে ক্যাম্প ২০২৫/২০২৬ এবং থাল সৈনিক ক্যাম্প ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করেন। এই সাফল্য ব্যাটালিয়নের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও পারফরম্যান্সেরই প্রতিফলন।

রিপাবলিক ডে ক্যাম্পে কৃতিত্ব অর্জনকারী ক্যাডেটদের মধ্যে ছিলেন এসইউও নীরেশ সিংহা (আরডিসি ২০২৫), ইউও কৃষ্ণ বৈষ্ণব (আরডিসি ২০২৬), সিডিটি জয়দীপ সাহা (আরডিসি ২০২৬), সিডিটি আকাশ জামাতিয়া (আরডিসি ২০২৬) এবং ইউও মানস প্রতীম বৈশ্য (আরডিসি ২০২৬)। এছাড়াও অল ইন্ডিয়া থাল সৈনিক ক্যাম্পে অংশ নিয়ে শারীরিক সহনশীলতা, ফিল্ড ক্রাফট ও কৌশলগত দক্ষতার অসাধারণ প্রদর্শনের জন্য সিডিটি শিবম শীলকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপিত হয়, যখন পাঁচজন অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসারকে ঐতিহ্যবাহী পিপিং সেরিমনির মাধ্যমে তৃতীয় অফিসার পদ থেকে দ্বিতীয় অফিসার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসাররা হলেন গৌতম দেব (এপিসি স্কুল), জয়দীপ চক্রবর্তী (সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম এইচ.এস.), মিথুন রঞ্জন দে (শালগড়া ইংলিশ মিডিয়াম এইচ.এস.), সুজাতা দত্ত (নন্দননগর এইচ.এস. ইংলিশ মিডিয়াম) এবং সুমন হোসেন (নবগ্রাম এইচ.এস. ইংলিশ মিডিয়াম)। তাঁরা এই স্বীকৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল যুবসমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

কমান্ডিং অফিসার তাঁর বক্তব্যে বলেন, ক্যাডেট ও অফিসারদের সাফল্য ব্যাটালিয়নের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং কঠোর প্রশিক্ষণ সংস্কৃতির প্রমাণ। তিনি জুনিয়র ক্যাডেটদের এই সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় মঞ্চে উৎকর্ষ সাধনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক স্যালুট, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য এবং ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষার অঙ্গীকারের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই আয়োজন শুধু সাফল্য উদ্‌যাপনই নয়, বরং ক্যাডেট ও স্টাফদের মধ্যে ঐক্য, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

বৌদ্ধপ্রমাণ বিমর্ষের উপর এফডিপির সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারী: 'বৌদ্ধ প্রমাণ-বিমর্ষ' বিষয়ের উপর পাঁচ দিনব্যাপী অনুষদ উন্নয়ন কর্মসূচির সমাপনী অধিবেশন ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বৌদ্ধ দর্শন বিভাগ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অধিবেশনটি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয়, এরপর বুদ্ধ বন্দনা, জাতীয় সঙ্গীত এবং কুলগীত পরিবেশিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধ দর্শনের সহকারী অধ্যাপক শ্রী তাশি নামগ্যাল। ড. উত্তম সিং পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠিত একাডেমিক আলোচনার উপর আলোকপাত করেন এবং কর্মসূচির প্রতিবেদনও উপস্থাপন করেন।

পরিসরের নির্দেশক অধ্যাপক মখলেশ কুমার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং এই ধরণের অর্থবহ অনুষ্ঠান আয়োজনে এফডিসির উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অধ্যাপক বিপিএম শ্রীনিবাস মূল বক্তব্য রাখেন, এবং অধ্যাপক অবধেশ কুমার চৌবে প্রধান অতিথি হিসেবে অধিবেশনে বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি এবং অধিবেশনের সভাপতি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। অখিলেশ কুমার মিশ্রের প্রস্তাবিত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়, এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. নাগপতি হেগড়ে।

মৌলিক পরিষেবা বঞ্চনার অভিযোগে ক্ষোভ, মন্ত্রীর দ্বারস্থ রাইমাভ্যালি ও কালাঝরির বাসিন্দারা

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: জনজাতি অধ্যুষিত নয়এমন একাধিক এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি মানুষেরা এখনও মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। পানীয় জল, চলাচলের উপযোগী রাস্তা, নিকাশির ব্যবস্থাসব মিলিয়ে দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের টানা ৩৫ বছরের শাসনকাল এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে বর্তমান এডিসি প্রশাসনের আমলেও তাঁদের জীবনযাত্রার মৌলিক সমস্যাগুলির কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।

শুক্রবার ৪৪ রাইমা ভ্যালির উল্টাছড়া ও কালাঝরির ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্র-সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আগরতলায় এসে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট ও ভগ্নপ্রায় রাস্তাঘাটের কারণে নিত্যদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বর্ষাকালে কাদা ও জলমগ্ন পথ পেরিয়ে স্কুল, বাজার কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পানীয় জলের একমাত্র ভরসা দূরবর্তী টিউবওয়েল বা ঝর্ণার জল, যা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রশাসনিক উদাসীনতার সুযোগে সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তোলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সমাধান মিলছে না। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুললেও উন্নয়নের চাকা এগোয়নি।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রতিনিধিদলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের বঞ্চনাকে পুঁজি করে রাজনীতি করা উচিত নয়। উন্নয়নের প্রশ্নে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করাই সরকারের অগ্রাধিকার।"

মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনজাতি মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখছে। তাঁর দাবি, ব্রু পুনর্বাসন কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের বাস্তব সমস্যার সমাধান না করে শুধুমাত্র 'মায়া-কান্না' দেখানো হয়েছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে সমীক্ষা চালিয়ে পানীয় জল ও রাস্তাঘাট সংস্কারের প্রস্তাব তৈরি করা হবে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছেদীর্ঘ বছরের বঞ্চনার পর আদৌ কত দ্রুত স্বস্তি মিলবে বাসিন্দাদের? আপাতত প্রতিশ্রুতির ভরসাতেই দিন গুনছেন রাইমা ভ্যালি ও কালাঝরির মানুষ।

নেশা, সন্ত্রাস সহ বোর্ড পরীক্ষার সময় শব্দদূষণ বন্ধে মধুপুর থানায় বাম যুবারা

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: সবেমাত্র তিনদিন হলো মধুপুর থানায় যোগ দিয়েছেন সদ্য থানার নতুন ওসি উজ্জল চৌধুরী। তারই মধ্যে এলাকার আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ জানিয়ে মধুপুর অঞ্চল, কমলাসাগর অঞ্চল এবং গকুলনগর অঞ্চল কমিটি তিনটি কমিটির যৌথ উদ্যোগে মধুপুর থানার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিভাগীয় কমিটির হিরণ্ময় নারায়ন দেবনাথ, বিশালগড় সম্পাদক মন্ডলী সদস্য রাজেশ দত্ত ও গোপাল দেব, কমলাসাগর অঞ্চল সম্পাদক উত্তম দত্ত, মধুপুর অঞ্চল সম্পাদক কৃষ্ণ শর্মা সহ অন্যান্যরা।

গোটা রাজ্যে নেশার বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ যুবসমাজ। বাদ যায়নি কমলাসাগর বিধানসভাও। দিনের পর দিন গার্হস্থ্য হিংসা বাড়ছে সমাজের নেমে এসেছে বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজ। নেশা এবং জুয়া কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি জানান বাম যুব সংগঠন। তার পাশাপাশি সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো মধুপুর থানায় মাত্র তিন দিন হল যোগ দিয়েছেন নতুন ওসি তারই মধ্যে এলাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ জানিয়ে সরব হলেন বাম যুব সংগঠন। পাশাপাশি রাজনৈতিক সন্ত্রাস রোধে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার আবেদন রাখেন। ছাত্রী, যুবতী মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেও দাবী রাখেন। তাছাড়া মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাক্কালে গভীর রাত পর্যন্ত যেভাবে উচ্চস্বরে মাইক, ডিজে,মেলা, জলসা চালিয়ে যাচ্ছে সেদিকে প্রশাসনকে নজর দেওয়ার দাবী রাখেন।

গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়কের নারকেল কুঞ্জ টি-জংশনে অবরোধ, ভোর থেকে যান চলাচল বন্ধ

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়কের নারকেল কুঞ্জ টি-জংশনে শনিবার ভোর প্রায় ৩টা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের ডাকা সড়ক অবরোধের জেরে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, এলাকায় হিমঘর স্থাপনসহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে স্থানীয়রা রাস্তায় নেমেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলায় সড়কের দু'পাশে অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন আটকে পড়ে। এতে নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরাও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

অবরোধকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই তারা এই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। তাদের দাবি মেনে না নিলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন অবরোধকারীরা।

আগরতলা বিমান বন্দরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা।

ত্রিপুরা ভাষার সহাবস্থান ও সহ-বিকাশের উপযুক্ত ভূমি: অমিত শাহের বক্তব্যকে স্বাগত কেন্দ্রীয় সচিবালয় রাজভাষা সেবা আধিকারিক সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় সচিবালয় রাজভাষা সেবা আধিকারিক সংঘ মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সাম্প্রতিক বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে। গৃহমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে, রাজভাষা হিন্দি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সহাবস্থান ও সহ-বিকাশের অভিযানে গতি আনতে ত্রিপুরা একটি উপযুক্ত ভূমি।

সংঘের মহাসচিব এবং গৃহ মন্ত্রকের উপ-পরিচালক দিনেশ কুমার সিংহ এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সব ভাষা ও উপভাষার জন্য নাগরী লিপির উন্নয়ন ঘটলে সারা দেশের ভাষাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির সাহিত্য নতুন দিশা পাবে।

তিনি জানান, রাজভাষা বিষয়ক আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন ত্রিপুরায় হওয়াকে তিনি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে মনে করেন। তাঁর মতে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এ ধরনের সম্মেলনের আয়োজন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মিলন ঘটায়। সারা দেশ থেকে বহু ভাষাভাষীর সমাবেশ ভাষাগত সৌহার্দ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় অখণ্ডতাকেও শক্তিশালী করে। দিনেশ কুমার সিংহ আরও বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ বৃদ্ধি পেলে ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে ভাষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংলাপ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করে। হিন্দি নিজেই বহু ভাষার শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছেতাই হিন্দি সব ভারতীয় ভাষাকে নিজের সহচরী হিসেবে দেখে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যুক্ত হওয়ায় ভাষা-চর্চা এখন আধুনিক মাত্রা পেয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। দেশের বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যত বেশি আলোচনা হবে, ভাষাগুলি ততই ঘনিষ্ঠ হবেএটাই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বলে তিনি জানান।

দিনেশ কুমার সিংহ বলেন, ত্রিপুরায় আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজনের ফলে ভাষাপ্রেমীরা এখানকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, লোকাচার ও সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার, উপলব্ধি করার এবং তা থেকে শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ সমগ্র দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-এর ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করতে মাইলফলক প্রমাণিত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গৃহমন্ত্রীর প্রচেষ্টার ফলে ত্রিপুরাসহ সারা দেশে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে।

সাব্রুম কলেজে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে বাল্যবিবাহ রোধে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সাব্রুম মাইলকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের উইমেন্স সেল ও

এনএসএস-এর যৌথ উদ্যোগে এবং বি কে পল্লি গ্রাম পঞ্চায়েত -এর সহযোগিতায় "বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত" গড়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চায়েত হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, উইমেন্স সেলের কনভেনার অধ্যাপিকা সংগীতা রাংখল, সুপ্রিয়া মগ, সাব্রুম আরক্ষা দপ্তরের এএসআই পান্নালাল বনিক, এনএসএস-এর ছাত্র-ছাত্রী, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি দাসসহ বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নারী ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ, নারী শিক্ষার প্রসার এবং কন্যা শিশুর লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি করা। কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কার বাল্যবিবাহের প্রধান কারণ। শিক্ষিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়েরা দেরিতে বিয়ে করে এবং নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম হয়। তাই "বেটা-বেটি, এক সম্মান" এবং "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" মন্ত্রকে সামনে রেখে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে লিফলেট বিতরণ করে এবং বর্তমান সমাজের প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরে। তারা দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানায়। কলেজের এই উদ্যোগকে উপস্থিত গ্রামবাসীরা সাধুবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

তেলিয়ামুড়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা গুরুতর আহত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন নয়নপুর এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিন যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।জানা যায়, শুক্রবার দুপুর নাগাদ নয়নপুর থেকে মোহড়ছড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি বাইক ও অটোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, সংঘর্ষের জেরে বাইকে থাকা তিন যুবক ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের নাম রামু সরকার (১৯), সুব্রত দেবনাথ (৩৪) এবং সাগর বিশ্বাস (২০)। দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে খবর পাঠালেও তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব করে। পরে এক সচেতন নাগরিক নিজের অটোযোগে আহতদের দ্রুত তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. প্রণয় দাস আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।চিকিৎসকের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, আহত যুবকেরা দুর্ঘটনার সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্মনগরে উষা হার্ডওয়্যারে এনফোর্সমেন্ট উইং—৩ এর হানা, চাঞ্চল্য শহরজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত সুনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উষা হার্ডওয়্যার—এ হানা দিল চুড়াইবাড়িস্থিত এনফোর্সমেন্ট উইং---৩ (জিএসটি) দপ্তরের আধিকারিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ।

জানা যায়, চার সদস্যের একটি দল হঠাৎ করেই দোকানে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন নথিপত্র ও ইনভয়েস খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি দোকানে মজুত থাকা পণ্যের হিসাব-নিকাশও পরীক্ষা করা হয়। প্রায় দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর আধিকারিকরা স্থান ত্যাগ করেন। তবে এ বিষয়ে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি। দোকানের কর্ণধার ও ধর্মনগরের পরিচিত ব্যবসায়ী প্রলয় দাস জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানে এই প্রথমবার এনফোর্সমেন্ট উইং—৩ এর আধিকারিকরা আসেন। তারা সমস্ত ইনভয়েস ও পণ্যের হিসাব পরীক্ষা করে কোনও প্রকার আপত্তি বা নির্দেশনা ছাড়াই চলে যান।

হঠাৎ করে এই হানার কারণ কী, তা নিয়ে ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে। উল্লেখ্য, প্রলয় দাস ও তার বড় ভাই ধর্মনগরে একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবেও পরিচিত।এদিকে, এই ঘটনার পর শহরের ব্যবসায়ী মহলে আলোচনা শুরু হয়েছেতদন্তে কোনও অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছে কি না, নাকি এটি ছিল নিয়মিত পরিদর্শনের অংশতা স্পষ্ট নয়।

কৃষকদের সুরক্ষা ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহারে এক দিবসীয় সচেতনতা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর কৃষি মহকুমা কেন্দ্রের উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে কদমতলা ব্লকের বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো কৃষকদের জন্য এক দিবসীয় সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি। কৃষি কাজের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আধুনিক উপকরণের সঠিক ব্যবহার এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

একান্ত সাক্ষাৎকারে উত্তর জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অভিজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানী সৌমেন্দ্র কুমার জানান, বর্তমানে কৃষিকাজে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু সঠিক জ্ঞান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অনেক সময় কৃষকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

তাছাড়া কোন কাজের জন্য কোন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের সেফটি কিট ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব এইসব বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত প্রত্যেক কৃষককে একটি করে সেফটি কিট প্রদান করা হয়, যাতে গ্লাভস, মাস্ক, চোখের সুরক্ষা চশমা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্মসূচিতে ভারত সরকারের অনুমোদিত "ইন ইন্ডিয়া" সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ দাস এবং ড. টুসি চাকমা সহ অন্যান্য অতিথিরা। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কৃষকদের সচেতন করবে এবং ভবিষ্যতে নিরাপদ কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: রাজভাষার প্রসার ও ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দিল্লি থেকে আগত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল শুক্রবার আগরতলার কুঞ্জবন এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের যুগ্ম কমিশনার (নয়াদিল্লি) মিসেস নীলম, সহকারী পরিচালক সঞ্জীব সাক্সেনা, উপ-কমিশনার (শিলচর) পি. আই. টি. রাজা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে তাঁরা বিদ্যালয়ে রাজভাষার ব্যবহার, প্রশাসনিক কার্যক্রমে ভাষা প্রয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা চর্চার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদলকে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাজভাষার প্রসারে বিদ্যালয়ে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রতিনিধিদল বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন বলেও জানা গেছে।

সিধাইয়ে গাঁজা বিরোধী অভিযানে ৩২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, এক ব্যক্তি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: গাঁজা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সিধাই থানার পুলিশ। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারানগর এলাকার বাসিন্দা সেন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে পাচারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুদ রাখা হয়েছেএমন গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সিধাই পুলিশ স্টেশনের পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফোর্স(সিআরপিএফ) জওয়ানরা যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বাড়ি থেকে প্রায় ৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। ঘটনায় সেন্টু বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশ এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কারও জড়িত থাকার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাজার পরিষ্কার না রাখলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, উত্তর চরিলাম বাজার পরিদর্শনে ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ফেব্রুয়ারি: বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হবেএমনই কড়া বার্তা দিল ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার উত্তর চরিলাম বাজার পরিদর্শনে যান ব্লকের এক প্রতিনিধি দল।

পরিদর্শন শেষে কৃতিকা সাহা, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), জানান যে বাজারে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সকল ব্যবসায়ীর দায়িত্ব। বাজার এলাকায় নোংরা পরিবেশ বা আবর্জনা ফেলে রাখার ঘটনা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির সদস্যদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিত আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

ব্লক প্রশাসনের এই পদক্ষেপে বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের নজরদারি ও পরিদর্শন অভিযান চলবে।

এমবিবি কলেজে লিঙ্গ সমতা নিয়ে দু'দিনব্যাপী জাতীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: লিঙ্গ সমতা বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'দিনব্যাপী এক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয় আগরতলার এমবিবি কলেজে। কলেজের অর্থনীতি বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পদ্মশ্রী অরুণোদয় সাহা। তিনি সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, নারী ক্ষমতায়ন এবং সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল। তিনি লিঙ্গ সমতার ধারণা, বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

পি.এম. উষা প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও মতবিনিময়ে অংশ নেন। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের কর্মশালা শিক্ষাঙ্গনে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ছড়ার জলে স্নান করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু নিরঞ্জন মালাকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি: ফটিকরায় থানাধীন সায়দারপাড় কাটাটিলা এলাকায় ছড়ার জলে স্নান করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃতের নাম নিরঞ্জন মালাকার (৪২)। তিনি পেশায় দিনমজুর এবং স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার তিনি বাড়ি থেকে সায়দাছড়ায় স্নান করতে যান। স্নানের সময় আচমকাই জলে পড়ে যান এবং সেখানেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas